# Daily Monitoring Report

**Directorate of Monitoring**
**Bangladesh Betar, Dhaka**
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 16, 1430 Bangla, March 30, 2024, Saturday, No. 90, 54th year

# HIGHLIGHTS

President Mohammed Shahabuddin has called upon all pro-Liberation forces, irrespective of party affiliations, to work together to spread the spirit of liberation war and communal harmony at grassroots. (Jago FM: 14)

ALGS Obaidul Quader has raised questions about BNP's claim that 80% of its leaders and activists have been persecuted, asking the party to list them up and make it public. (R. Tehran: 09)

BNP SJGS Ruhul Kabir Rizvi commented the govt. is relying on 'terrorists' to run the country after the dummy election. (Jago FM: 19)

Natore-1 constituency MP Abul Kalam Azad who announces to recoup Tk 1 crore 26 lakh that spent in the election, is now under fire. But he comments, he said that in good faith and now it seems that not all the truths should be said that way. (DW: 13)

President of Ghatak-Dalal Nirmul Committee Shahriar Kabir comments, the demand for boycott of Indian products in the country is a special anti-India movement of BNP-Jamaat. Through this, efforts are being made to create jihadi madness in Bangladesh. (Jago FM: 20)

Many have been victims of trolls and cyber bullying by expressing their own thoughts or lifestyle through social media in BD. Experts term bullying as invasion of 'sick' on the platform of free thought. (DW: 10)

Kabir Group, the owner of the MV Abdullah says the Somali pirates who hijacked the ship, have made contact with the vessel's owners but yet to make a ransom demand. (Jago FM: 15)

BBS survey reveals, the rate of birth control use in BD has gradually decreased by about 10% over the past ten years and the average life expectancy and birth rate have declined as well. But child marriage and infant mortality rates have increased. (BBC: 03)

The students of BUET have boycotted all sorts of academic activities after witnessing the ruling party's student front, Bangladesh Chhatra League (BCL), staging a return to political activities on the campus. (Jago FM: 18)

A guideline has recently been issued to ensure the use of two drugs, isoflurane or sevoflurane, instead of halothane in anesthesia to prevent patients' death and ensure the quality of drugs used in anesthesia. (BBC: 04)

Once politicians, businessmen, bureaucrats and people of various classes and professions had spent their days in the terror of ACC. However, the organization's steps to prevent irregularities and corruption are not visible now. (Jago FM: 16)

| Director: 44813046 | Deputy News Controller: 44813048 44813179 | Assistant News Controller: 44813047 44813178 |
|---|---|---|

**দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট**
**মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা**
**চৈত্র ১৬, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ৩০, ২০২৪, শনিবার, নং- ৯০, ৫৪তম বছর**

# শিরোনাম

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তিকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। (জাগো এফএম: ১৪)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি মহাসচিবের একটি বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁর দলের ৮০ ভাগ 'নির্যাতিত' নেতা-কর্মীর তালিকা যেন হাজির করেন। (রে.তেহরান: ০৯)

ডামি নির্বাচনের পর সরকার সন্ত্রাসীদের ওপর ভর করে দেশ চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। (জাগো এফএম: ১৯)

নাটোর-১ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ নির্বাচনে খরচ করা এক কোটি ২৬ লাখ টাকা তোলার ঘোষণা দিয়ে এখন তোপের মুখে। যদিও তিনি বলেছেন"আমি যে কথা বলেছি তা সত্য এবং সরল বিশ্বাসে বলেছি। তবে এখন মনে হচ্ছে সব সত্য কথা এভাবে বলতে নাই। (ডয়চে ভেলে: ১৩)

একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির মন্তব্য করেছেন দেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে দাবি উঠেছে, তা বিএনপি-জামায়াতের ভারতবিরোধী বিশেষ আন্দোলন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জিহাদি উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা চলানো হচ্ছে। (জাগো এফএম: ২০)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তা বা লাইফ স্টাইল প্রকাশ করে অনেকেই ট্রল ও সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা একে মুক্ত চিন্তার প্ল্যাটফর্মে 'অসুস্থদের' আক্রমণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। (ডয়চে ভেলে: ১০)

সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি ২৩ বাংলাদেশি নাবিক ও জাহাজের বিষয়ে জলদস্যুদের সঙ্গে আলাপ অব্যাহত থাকলেও মুক্তিপণের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন জাহাজের মালিকপক্ষ।
(জাগো এফএম: ১৫)

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুযায়ী, গত দশ বছরে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ক্রমান্বয়ে প্রায় দশ শতাংশ কমেছে; কমেছে মানুষের গড় আয়ুর পাশাপাশি নারীর প্রজনন হার। পাশাপাশি বেড়েছে বাল্য বিয়ে এবং শিশু মৃত্যুর হার। (বিবিসি: ০৩)

একটি বিশেষ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের ঘটনায় ফের উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট); ৩০ ও ৩১ মার্চের টার্ম ফাইনালসহ সব একাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। (জাগো এফএম: ১৮)

সাম্প্রতিক সময়ে অ্যানেস্থেসিয়ার কারণে কতিপয় রোগীর মৃত্যু ও আকস্মিক জটিলতা প্রতিরোধে এবং অ্যানেস্থেসিয়ায় ব্যবহৃত ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে অ্যানেস্থেসিয়াতে হ্যালোথেনের বদলে অন্য দুটি ওষুধ আইসোফ্লুরেন বা সেভোফ্লুরেনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে আরেকটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। (বিবিসি: ০৪)

দুদক আতঙ্কে এক সময় দিন কেটেছে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা ও নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের। তবে বর্তমানে দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশের অবনমন হলেও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে সংস্থাটির পদক্ষেপ তেমন দেখা যাচ্ছে না।
(জাগো এফএম: ১৬)

# বিবিসি বাংলা

## বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুযায়ী দেশে মানুষের গড় আয়ুর পাশাপাশি নারীর প্রজনন হার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার কমেছে, আর পাশাপাশি বেড়েছে বাল্য বিয়ে এবং শিশু মৃত্যুর হার। একই সাথে এই জরিপে উঠে এসেছে যে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও বিয়ে না করা পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৩৬ শতাংশ। গত দশ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ক্রমান্বয়ে প্রায় দশ শতাংশ কমেছে। জরিপে উঠে এসেছে যে দেশে বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা সামান্য বেড়েছে। তবে কিছুটা হলেও কমেছে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেসের অধ্যাপক ডঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম বলছেন সরকারি এই রিপোর্টে যা উঠে এসেছে তাতে মূলত দেশের স্বাস্থ্য খাতের করুণ চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ যে 'ট্রিপল জিরো কমিটমেন্ট', অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (শতভাগ দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আসা), মাতৃমৃত্যু ও বাল্য বিবাহ-সহ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা শূন্যতে নামিয়ে আনার যে অঙ্গীকার করেছিল তার অর্জন দুরূহ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেন মি. ইসলাম।

কেনিয়ার নাইরোবিতে ২০১৯ সালে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের পঁচিশ বছর পূর্তিতে এই ট্রিপল জিরো অঙ্গীকার করেছিলো বাংলাদেশ। প্রসঙ্গত, বিবিএস যে জরিপের ফল প্রকাশ করেছে সেই জরিপটি পরিচালিত হয়েছে ২০২৩ সালে। একই সঙ্গে তারা এই জরিপের সাথে তার আগের বছরের তথ্যও প্রকাশ করেছে। জরিপটি দেশ জুড়ে তিন লাখ আট হাজারেরও বেশি পরিবার ও বিবাহিত নারীদের ওপর পরিচালনা করা হয়েছে। বিবিএসের জরিপ রিপোর্টের বিবাহ,তালাক ও দাম্পত্য বিচ্ছিন্ন অংশে জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থার (১০+ বছর বয়সী) চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ পুরুষ কখনো বিয়ে করেননি। যদিও গত পাঁচ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ সংখ্যা আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ছিলো ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ।

ডঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম বলছেন এরা মূলত পড়ালেখা করছে কিংবা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিয়ে করার মতো স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেনি। এছাড়া কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয় বিভিন্ন কারণে। তবে যারা বিয়ে করেনি তারা আসলে মূলত শিক্ষার্থী বা কর্মজীবনে ঢোকার অপেক্ষায় আছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

এই জরিপেই উঠে এসেছে যে দেশের ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ তরুণীর বিয়ে হয়েছে বিয়ের জন্য নূন্যতম নির্ধারিত বয়স আঠারো হওয়ার আগেই এবং জরিপ পরিচালনার সময় দেশের মোট গর্ভবতী নারীর এক চতুর্থাংশই ছিলো ১৫-১৯ বছরের মধ্যে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২১ দশমিক ৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিয়ে হয়নি। এ সংখ্যা ২০১৯ সালে ছিলো ২৫ দশমিক ১। এছাড়া দেশে পুরুষদের বিয়ের গড় বয়স ২৫ বছর ৪ মাস আর নারীদের ১৮ দশমিক ৮ মাস। অন্যদিকে প্রতি হাজারে তালাকের সংখ্যা ১ দশমিক ১ যা ২০২২ সালে ছিলো ১ দশমিক ৪। বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের পরিমাণ কমার তথ্য উঠে এসেছে এবারের এই জরিপে। ২০১৫ সালে দেশের দম্পতিদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিলো ৭২ শতাংশ। এবার বিবিএসের জরিপে এ সংখ্যা হলো ৬২ দশমিক ১ শতাংশ। গত বারের চেয়ে বেশ খানিকটা কমেছে।

মঈনুল ইসলাম বলছেন তৃণমূল পর্যায়ে এ সেবা পৌঁছানো ও সেবা নেওয়া, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। "লোকবলের সংকট, পদ্ধতিগুলো সহজে না পাওয়াসহ নানা কারণে এ বিষয়ে আগের চেয়ে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।"

এছাড়া বিবিএসের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশে আঠারো বছর বয়সের আগে ২০২০ সালে বিয়ের সংখ্যা ছিল ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া পনের বছরের আগে বিয়ের সংখ্যা ২০২৩ সালে ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ, যা চার বছর আগে অর্থাৎ ২০২০ সালে ছিল ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। মূলত করোনা মহামারির সময়ে স্কুল বন্ধ থাকা, সামাজিক নিরাপত্তার ঘাটতি এবং মেয়েদের জন্য চাকুরির অনিশ্চয়তার কারণে অনেক অভিভাবক অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে দিতে উৎসাহিত হয়েছেন বলে মনে করেন অনেকে।

"এছাড়া বাল্য বিয়ে নিরোধে যে সব কমিটি আছে জেলা পর্যায়ে সেগুলো ঠিক মতো কাজ করছে না। সচেতনতা কর্মসূচিগুলোও আর আগের মতো নেই। আমি নিজেও কয়েকটি জেলায় গিয়ে এমন চিত্র দেখেছি", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. ইসলাম।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী দেশে স্থূল মৃত্যুহার, এক মাসের ও এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার বেড়েছে। একই সঙ্গে কিছুটা কমেছে গড় আয়ুও। ২০১৯ সালে জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিলো ৭২ বছর ৬ মাস। এবারের জরিপে সেটি ৭২ বছর তিন মাস।

মঈনুল ইসলাম বলছেন, "স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও পরিবেশ - সব মিলিয়েই এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে। নবজাতকের কোয়ালিটি সার্ভিস হচ্ছে না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও ইনফেকশনের মতো সমস্যায় অনেক প্রাণ হারাচ্ছে। আবার ৪০ শতাংশ ডেলিভারি বাড়িতে হচ্ছে। সব মিলিয়েই শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার বেড়েছে", জানাচ্ছেন তিনি।

অন্যদিকে এবারের রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর প্রজনন হার সামান্য কমেছে তবে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে সি-সেকশন বা সিজারের প্রবণতা আরও বেড়েছে। এর পাশাপাশি দেশে বয়স্ক মানুষ অর্থাৎ ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের সংখ্যা বেড়েছে।

"সরকারকে এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে এসব বয়স্ক নাগরিকদের জন্য সরকারি সহায়তা কীভাবে দেওয়া হবে। তাদের বেনিফিট দেওয়ার পাশাপাশি কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তাও এখনি ভাবা উচিত", বলছিলেন মি. ইসলাম।

স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্টরা অনেকে মনে করেন জনসংখ্যা নীতি সময়োপযোগী না করা, ২০১১ সালের পর স্বাস্থ্য নীতিতে পরিবর্তন আনতে না পারা এবং পরিবার পরিকল্পনা খসড়া কৌশলপত্রকে চূড়ান্ত করে বাস্তবায়নের দিকে না যেতে পারার কারণে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সূচকগুলোতে অবনতি ঘটেছে।

মঈনুল ইসলাম অবশ্য বলছেন এবারের জরিপে অধিকতর তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিত্র আরও পরিষ্কার হয়েছে। "এখন এসব তথ্য উপাত্ত আরও বিশ্লেষণ করে দরকারি পদক্ষেপ নিতে হবে জরুরি ভাবে। বয়স্ক মানুষ ও বাল্য বিয়ে বেড়েছে এবং নির্ভরশীলতার হারও বেড়েছে। এগুলো সঠিক বার্তা দিচ্ছে না। এর প্রভাব পড়বে সব দিকেই। তাই দ্রুত স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়িয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঠেকাতে হবে", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## অ্যানেসথেসিয়ার পুরনো ওষুধ বাতিল করে কেন নতুন বিকল্পের জন্য বিজ্ঞপ্তি?

অ্যানেসথেসিয়ার ব্যবহার সংক্রান্ত জটিলতায় বাংলাদেশে একাধিক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ ওঠার পর নতুন নতুন যে সব নির্দেশনা দিচ্ছে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ, সেই ধারাবাহিকতায় এতদিন ব্যাপক হারে ব্যবহার হয়ে আসা ওষুধ হ্যালোথেনের বদলে অন্য দুটি ওষুধের ব্যবহার নিশ্চিত করতে আরেকটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

বৈধ পথে সরবরাহ না থাকায় ভেজাল হ্যালোথেনের ব্যবহার আগের দুর্ঘটনাগুলোর পেছনে দায়ী হতে পারে বলেও মনে করছে বাংলাদেশ সোসাইটি অব অ্যানেসথেসিওলজিস্ট। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসলেও সাম্প্রতিক সময়ে এটি কেন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল? অ্যানেসথেসিয়ার আরো ওষুধ থাকলেও এটিই কেন ব্যবহার করা হত বাংলাদেশে?

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিউট অফ হেলথের তথ্য বলছে, ১৯৫৬ সালে দেশটিতে হ্যালোথেন প্রচলন শুরু হয়। তখন বড় অস্ত্রোপচারে হ্যালোথেন নিয়মিত ব্যবহার করা হত। নব্বইয়ের দশক নাগাদ এর প্রয়োগ সীমিত হয়ে আসে। এই হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসেবে, যকৃতের ঝুঁকি এবং পরের দিককার ওষুধগুলো অধিকতর নিরাপদ হওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ওষুধটির প্রয়োগ চলমান থাকে।

বাংলাদেশেও এ কারণেই এই ওষুধটিকে বেছে নেওয়া হত বলে জানাচ্ছেন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড পেইন ফিজিশিয়ান্স এর সভাপতি ডাক্তার দেবব্রত বণিক। "নব্বই শতাংশ জায়গায়ই হ্যালোথেন ব্যবহার করা হত", বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

তিন থেকে চারটি কোম্পানি এই ওষুধ আমদানি করতো। এছাড়া, স্থানীয়ভাবে উৎপাদনও করতো একটি কোম্পানি। কিন্তু, গত বছর সেই কোম্পানি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। বাজারে যোগান কমে গেলে, অবৈধভাবে আমদানি ও ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি শুরু হয় বলে ধারণা করছে সোসাইটি অব অ্যানেসথেসিওলজিস্ট। এ ব্যাপারে তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কেও অবগত করেন।

"কিছু কিছু রোগী যখন খারাপ হচ্ছে তখন আমরা বললাম, যদি প্রোপার চ্যানেলে না আসে হ্যালোথেন কোনও মতেই আর ব্যবহার করা যাবে না", বলছিলেন মি. বণিক।

হ্যালোথেনের বিকল্প হিসেবে যে আইসোফ্লুরেন বা সেভোফ্লুরেনের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো কি বাংলাদেশে সহজলভ্য? অধ্যাপক দেবব্রত বণিক জানান, "আধুনিক ড্রাগগুলো বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলোর দাম একটু বেশি।" তাছাড়া, সেগুলো ব্যবহার করার জন্য যে সরঞ্জাম লাগে বেশির ভাগ হাসপাতালেই তা নেই। সে কারণেই প্রজ্ঞাপনে যত তাড়াতড়ি সম্ভব এগুলোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, "সাম্প্রতিক সময়ে অ্যানেসথেসিয়ার কারণে কতিপয় রোগীর মৃত্যু ও আকস্মিক জটিলতা প্রতিরোধে এবং অ্যানেসথেসিয়ায় ব্যবহৃত ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে অ্যানেসথেসিয়াতে হ্যালোথেন ব্যবহার ও এর বিকল্প নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়েছে"। এছাড়া অ্যানেসথেসিয়াজনিত মৃত্যু ও এর অপপ্রয়োগ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এতে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব জসীম উদ্দীন হায়দার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনটি বুধবার প্রকাশ করা হয়। হ্যালোথেনের বদলে আইসোফ্লুরেন ও সেভোফ্লুরেন নামে দুটি ওষুধের কথা বলে দেওয়া হয়েছে। দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে 'ইনহেলেশনাল অ্যানেস্থেটিক' হিসেবে এগুলো ব্যবহার করতে হবে।

হাসপাতালগুলোতে এসব ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ভেপোরাইজার নেই। সব সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে হ্যালোথেন ভেপোরাইজারের পরিবর্তে আইসোফ্লুরেন ভেপোরাইজার প্রতিস্থাপনের জন্য চাহিদা মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোট হ্যালোথেন/আইসোফ্লুরেন ও সেভোফ্লুরেন ভেপোরাইজারের সংখ্যা এবং বিদ্যমান হ্যালোথেন ভেপোরাইজার পরিবর্তন করে আইসোফ্লুরেন ও সেভোফ্লুরেন ভেপোরাইজার প্রতিস্থাপন করতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের হিসাব-নিকাশও প্রস্তুত করতে বলেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতীত হ্যালোথেন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবেদনবিদদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চায় সরকার। তাই, তাদের নিয়ে হ্যালোথেনের পরিবর্তে আইসোফ্লুরেন ব্যবহারসংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

নতুন অ্যানেসথেসিয়া মেশিন কেনার ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন নির্ধারণে স্পষ্টভাবে আইসোফ্লুরেন ও সেভোফ্লুরেন ভেপোরাইজারের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটি অফিস আদেশ জারি করে। বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার ক্ষেত্রে ১০টি শর্ত আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনের নির্দেশনা ছিল এতে।

সেগুলোর অন্যতম হল, কোনও অবস্থাতেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা নিবন্ধিত হাসপাতাল ও ক্লিনিক ছাড়া চেম্বারে অথবা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া যাবে না। এছাড়া, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বা বিএমডিসি স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ অবেদনবিদ ছাড়া কোনো ধরনের সার্জারি করা যাবে না। হাসপাতাল বা ক্লিনিকে লেবার রুম প্রটোকল অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অপারেশন থিয়েটারে অবশ্যই অপারেশন থিয়েটার এটিকেট বা শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। যে কোনও ধরনের সার্জারির জন্য অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসককে সার্জনের সহকারী হিসেবে রাখতে হবে।

একটা সময় ছিল যখন অস্ত্রোপচার করা হত অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই। কিন্তু কালের পরিক্রমায় সেটি বদলে গেছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানব শরীরে ছোট-বড় যে কোনও ধরনের অস্ত্রোপচার করার আগে অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। অ্যানেসথেসিয়া দিলে শরীর বা তার কোনও অংশ অবশ হয়ে যায়, ফলে অস্ত্রোপচারের সময় রোগী কোনো ব্যথা অনুভব করেন না। "এতে নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচার করে ফেলা যায়", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাবেক অ্যানেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞ ডা. শাহ আলম ভূঁইয়া।

অ্যানেসথেসিয়ার একাধিক ধরন রয়েছে। যেমন, শরীরের কোনও নির্দিষ্ট অংশে ছোট অস্ত্রোপচার করার সময় কেবল ওই অংশটিকেই অবশ করা হয়। এটি লোকাল অ্যানেসথেসিয়া নামেই বেশি পরিচিত। তবে বড় অস্ত্রোপচার করার আগে অনেক সময় পুরো শরীর অবশ করে ফেলা হয়। এসব ক্ষেত্রে রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চলে যান এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর আবার জেগে ওঠেন।

ছোট-বড় যা-ই হোক, যে কোনও অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার আগে রক্ত, হৃদস্পন্দনের হার-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে রোগীর বেশ কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। "মূলত রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে এসব পরীক্ষা করা হয়। কোন ধরনের অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া তার জন্য নিরাপদ হবে, এর মাধ্যমে সেটি বোঝা যায়", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ভূঁইয়া।

কাজেই কোনও ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই শরীরে অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করা হলে রোগীর জীবন সংকটাপন্ন, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া যাদের জ্বর, ঠাণ্ডা, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, বক্ষব্যাধি বা হৃদযন্ত্রে ত্রুটি আছে, তাদের সে অবস্থায় অ্যানেসথেসিয়া না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এই চিকিৎসক। "এরকম ক্ষেত্রে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া মোটেও নিরাপদ নয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎকের পরামর্শ নিয়ে সেরে উঠে বা রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে পরবর্তীতে অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে", বিবিসি বাংলাকে বলেন ডা. শাহ আলম ভূঁইয়া।

ভুল চিকিৎসা কিংবা চিকিৎসকের দায়িত্বে অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ বাংলাদেশে নতুন নয়। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অনেক অভিযোগ ইতোমধ্যে খবর হয়ে এসেছে গণমাধ্যমে।

জানুয়ারির শুরুতে গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকাবস্থায় মৃত্যু হয়েছিলো পাঁচ বছর বয়সী শিশু আয়ান আহমেদের। তাকে ৩১শে ডিসেম্বর খৎনা করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল পরিবার। কিন্তু অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার পর তার আর জ্ঞান ফেরেনি। এই ঘটনা দেশে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।

এরপর ফেব্রুয়ারিতে খৎনা করাতে গিয়ে মৃত্যু হয় আরেক শিশু আহনাফ তাহমিদের। ঢাকার মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে দশ বছর বয়সী ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। এই দুইটি শিশুর পরিবারেই অভিযোগ ছিল, "ফুল অ্যানেসথেসিয়া" দেওয়ায় মৃত্যু হয় তাদের।

ফেব্রুয়ারিতেই ঢাকার ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে এন্ডোস্কোপি করাতে গিয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে রাহিব রেজা নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার স্বজনদের অভিযোগ, ল্যাবএইড হাসপাতালে পরীক্ষার রিপোর্ট না দেখেই রাহিব রেজাকে অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করা হয়। স্বজনরা বলেন,"শারীরিক জটিলতার মধ্যেই তার এন্ডোস্কোপি করা হয়। যে কারণে তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় এবং এক পর্যায়ে শারীরিক অবস্থা আরও জটিল হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।"

এই ঘটনাগুলো নিয়ে গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ায় সেগুলো নিয়ে দেশ জুড়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কিন্তু এর বাইরেও ভুল চিকিৎসা এবং অবহেলায় রোগীর মৃত্যু বা নানা সমস্যার অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## বছরের এই সময়ে সকালে কুয়াশা কেন?

আজ থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে মার্চের মাঝামাঝি থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিট ওয়েভ বা তাপপ্রবাহ শুরু হয়ে যেত। কিন্তু, এখনকার চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। চলতি বছরের মার্চ মাস প্রায় শেষ হতে চললো। অথচ, এখনও প্রায় প্রতিদিনই ঢাকা সহ সারাদেশের সকাল কুয়াশাচ্ছন্ন থাকছে। ২৯ মার্চ, অর্থাৎ শুক্রবার সকালেও ঢাকায় একই অবস্থা দেখা গেছে। এদিন সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে, তবুও শহরের বিভিন্ন এলাকায় শীতকালের মতো কুয়াশা দেখা গেছে।

আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন যে কেবল চলতি বছর না, বরং গত ১০ থেকে ১২ বছর ধরেই পুরো মার্চ মাস জুড়েই বাংলাদেশে এমন কুয়াশা থাকছে এবং অসময়ে তাপপ্রবাহ শুরু হচ্ছে। এটিকে তারা 'সিজনাল প্যাটার্ন চেঞ্জ' (ঋতু পরিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন) বলছেন এবং এই পুরো পরিবর্তনটাকে তারা 'অস্বাভাবিক আচরণ' বলেও মনে করছনে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গত কয়েকবছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এবং আবহাওয়াবিদরা গরমকালে কুয়াশা থাকার জন্য সেই 'জলবায়ু পরিবর্তন'কেই দুষছেন।

তবে কুয়াশা দেখা যাওয়ার ব্যাখ্যা আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ এভাবে দিয়েছেন, "এখন আকাশে পর্যাপ্ত মেঘ নাই। মেঘ না থাকলে সকালে তাপমাত্রা দ্রুত ঠান্ডা হয়। সেজন্য শেষ রাতে ঠান্ডা লাগে। আর আকাশে যেটুকু মেঘ আছে, তা তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারছে না। কারণ দিনের বেলা সূর্য থেকে যে আলো আসে, তা সকাল হতে হতে দ্রুত কমে যায়", তিনি যোগ করেন। "কুয়াশা শুরু হয় সকাল আটটা-নয়টার দিকে। এই সময়টাতে মরু অঞ্চলের সকাল যেমন ধোঁয়াশার মতো মনে হয়, ঠিক সেরকম মনে হয়। কারণ, এখনকার বাতাসে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা নেই। এসময় মানুষের শরীর টেনে ধরছে। এর মানে, ওয়েদার শীতকালের প্যাটার্ন ফলো করছে"।

তিনি আরও বলেন, "যেটুকু ময়েশ্চার (আর্দ্রতা) আছে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিচের দিকে এসে কুয়াশা হয়ে যাচ্ছে। আবার সূর্য উঠলে এক দুই ঘণ্টার মাঝে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়"। গত কয়েক বছর ধরে এরকম দেখা যাচ্ছে উল্লেখ করে আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ বিবিসিকে বলেন, "বিশেষ করে, মার্চ মাসে। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা অনেক কম থাকছে"। আর্দ্রতা কম থাকার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "প্রধান কারণ, উইন্ড প্যাটার্ন এখনও চেঞ্জ হয়নি। বাতাসের গতিই মূলত ঋতুকে পরিবর্তন করে। এই সময়ে 'বাতাস ঘুরে' দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে হওয়ার কথা ছিল। কারণ দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস এলে বাতাসের সাথে ময়েশ্চার আসবে"। তিনি জানান, বর্তমানে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস আসে এবং সেই বাতাস "আর্দ্রতা ক্যারি করতে পারে না। কিন্তু বাতাস যদি দক্ষিণ থেকে হয়, তাহলে সেই বাতাসের সাথে বঙ্গোপসাগর থেকে পর্যাপ্ত ময়েশ্চার আসবে"। তিনি বলেন, "বে অব বেঙ্গল থেকে আর্দ্রতা আসলে শরীর ঘামবে। এই শীতের অনুভূতি থাকবে না"।

মার্চে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকা, রাতে ও সকালে শীত শীত অনুভূতি হওয়া, দিনের বেলা গরম লাগলেও ঘাম না হওয়া, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গরমকাল হওয়ার কথা থাকলেও সকালে আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকা; এই সবকিছুকে অস্বাভাবিক বলছেন আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়া যদি স্বাভাবিক হতো, তাহলে বছরের এই সময়ে দিনেরবেলা মানুষ গরম অনুভব করতো ও ঘামতো।

কিন্তু এখন মানুষ দিনে "গরম অনুভব করলেও ঘাম হয় না", বলেন মি. রশীদ। তিনি বলেন, "বাতাস এখনও ঘুরে নাই। এদিকে দিন বড় হয়ে গেছে। বাতাস আবার উত্তর দিক থেকে আসছে। সব মিলিয়ে দিনে হালকা গরম লাগছে। কিন্তু ওই গরমের ক্ষেত্রে মানুষ ঘামছে না। বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে এলে ময়েশ্চার আসবে, ঘাম হবে, গরম লাগবে"।

তবে শুধু বাতাসের গতিতেই পরিবর্তন আসেনি, এর ফলে তাপপ্রবাহের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। আগে মার্চের মাঝামাঝিতে তাপপ্রবাহ শুরু হলেও এখন মার্চের শেষের দিকে বা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের একদম শেষের দিকে তাপপ্রবাহ শুরু হচ্ছে। মি. রশীদ বলেন, "আগে তাপপ্রবাহ বর্ষাকাল, মানে জুনের শুরুতে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না। তাপপ্রবাহের সময়সীমা আরও দীর্ঘ হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, এপ্রিলে শুরু হয়ে এটি অক্টোবর পর্যন্ত চলছে। অর্থাৎ, একদিকে দেরিতে শুরু হচ্ছে, অপরদিকে শুরুর পর সেটি আর সহজে শেষ হচ্ছে না"।

এই আবহাওয়াবিদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশের উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়াতে বছরের এই সময়টাতে সাধারণত দিনের তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। কিন্তু এবছর ওখানে দিনের তাপমাত্রা গড়ে ২৫ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকছে। সেইসাথে, রাতের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে আসছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রার এই লক্ষণীয় শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলে না, সারা দেশেই কম বেশি হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, এ বছর গ্রীষ্মে "তাপমাত্রা বেশি থাকবে। এপ্রিলের শেষের দিক থেকে হিট ওয়েভ চলে আসবে এবং সেটার দৈর্ঘ্য বেশ দীর্ঘ হবে। তাপপ্রবাহ চলাকালীন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হবে। তবে সাধারণ বৃষ্টি না, কালবৈশাখী ঝড় হবে আর কি তখন।" তবে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া কেমন থাকতে পারে, সে প্রসঙ্গে তার ধারণা, "শর্ট টাইম প্রেডিকশন অনুযায়ী, আপাতত দুই তিন দিন বৃষ্টি হবে সামান্য। এরপর তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়বে"।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গত ৪৩ বছর, অর্থাৎ চার দশকেরও বেশি সময়কালের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল জলবায়ু : আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণে ১৯৮০ থেকে ২০২৩ সালের প্রবণতা এবং পরিবর্তন' শীর্ষক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছিলো। আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদের

নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও নরওয়ের আরও পাঁচজন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ এই গবেষণাটি করেছেন। তাতে উঠে এসেছিলো যে বছরের প্রতি ঋতুতেই তাপমাত্রা আগের তুলনায় বাড়ছে। এছাড়া, মৌসুমি বায়ু দেরিতে প্রবেশ করায় স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বর্ষাকাল পিছিয়ে যাচ্ছে। আর বর্ষাকাল দেরিতে শুরু হওয়া মানে বাংলাদেশের কৃষিখাতের জন্য তা জোরালো এক ধাক্কা। এই সবকিছুর পাশাপাশি শীতের তীব্রতা বাড়ার বিষয়টিও উঠে এসেছে। তারই ধারাবাহিকতায় মার্চের শেষ সপ্তাহেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, শীত অনুভূত হচ্ছে। তবে এগুলো মূল কারণ হিসেবে দূষণকে চিহ্নিত করেন আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ।

গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিবিসি বাংলাকে একই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তাপমাত্রা পরিবর্তনের অনেকগুলো প্যারামিটার আমরা বিশ্লেষণ করেছি। যেমন, সূর্যের কিরণকাল কমে যাচ্ছে, ফগি কন্ডিশন বেড়ে যাচ্ছে...কিন্তু এর মূল কারণ হলো দূষণ"। শুক্রবারও তিনি ঢাকায় দেখতে পাওয়া কুয়াশার পেছনে পরিবেশ দূষণকে দায়ী করছেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের 'দ্য বাংলাদেশ কান্ট্রি এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস ২০২৩' শীর্ষক নামক এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বায়ুদূষণসহ চার ধরনের পরিবেশদূষণে বাংলাদেশে ২০২৩ সালে দুই লাখ ৭২ হাজারের বেশি মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে। ঐ বছর বায়ুদূষণে বাংলাদেশ শীর্ষে ছিল। আর নগর হিসেবে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ নগর ছিল ঢাকা। বায়ুদূষণ ছাড়াও বাকী তিন কারণ হল- অনিরাপদ পানি, নিম্নমানের পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## ভয়েস অফ আমেরিকা

### বাংলাদেশে জুনের মধ্যে ১০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হবে: রুমানা আলী

চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে তৃতীয় ধাপে ১০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী। শুক্রবার (২৯ মার্চ) কুমিল্লায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী। এসময় তিনি এ কথা জানান।

তিনি আরো বলেন, "কোনো আবেদনকারী যাতে প্রতারণার শিকার না হন, সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে"। রুমানা আলী জানান, সবাই সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা দিচ্ছেন। পর্যায়ক্রমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ নারগীস)

### জিয়াউর রহমানকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। শুক্রবার (২৯ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'স্বাধীনতা যুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় এর কথা বলেন তিনি।

"বিরোধী দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়"; বলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি আরো বলেন, জিয়াকে ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না, কারণ তার অবদান ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, "দেশের প্রতি জিয়াউর রহমানের আত্মোৎসর্গ ছিলো অভুতপূর্ব। তিনি তার কাজের জন্য মানুষের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে আছেন, যা কখনো ম্লান হবে না"।

গয়েশ্বর বলেন, মেজর জিয়া কতটা সাহসী ছিলেন, তা বোঝার মতো একজন মানুষও আওয়ামী লীগে নেই। তিনি বলেন, "জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের লিপির পাঠক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঘোষক এবং গণমানুষকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গয়েশ্বর রায় আরো বলেন, জিয়াউর রহমানকে ছোট করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মহান করা সম্ভব নয়। দেশে কেউ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

"দেশের মানুষ যখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের অপেক্ষায় ছিলো, তখন জিয়াউর রহমানের ঘোষণা তাদের প্রভাবিত করেছিলো এবং জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো;" যোগ করেন গয়েশ্বর রায়। তিনি আরো বলেন, জিয়া জনগণের ভাষা ও মন বুঝতে পারতেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ নারগীস)

### "মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের চর": পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে পাকিস্তানের চর ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (২৯ মার্চ) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি। হাছান মাহমুদ আরো বলেন, "মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের চর ও দোসর হয়ে কাজ করেছেন। এই সত্য উন্মোচন হওয়ায় বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি মিথ্যাচার করে বলছে, আওয়ামী লীগ নেতারা তখন (মুক্তিযুদ্ধের সময়) কোথায় ছিলো। তিনি বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার আওয়ামী লীগ সরকার, যার রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তিনি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ। "এই সরকারের অধীনেই জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে চাকরি করেছেন। যদিও তিনি কোনো সম্মুখ সমরে কখনো যাননি"; যোগ করেন হাছান মাহমুদ।

বিএনপি স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করার অনেক চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত বিফল হয়েছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণাটি পর দিন ২৬ তারিখ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান কয়েকবার পাঠ করেন। এরপর আওয়ামী লীগ নেতারা একজন সেনা অফিসারকে দিয়ে পাঠ করানোর সিদ্ধান্ত নেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজায় যে দপ্তরী, সে ছুটির সিদ্ধান্ত নেয় না, টিভি-রেডিওতে যে উপস্থাপক সংবাদ পাঠ করে, সে এই সংবাদ সৃজনকর্তা নয়। তিনি বলেন, "জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণার একজন পাঠকমাত্র। জিয়া নিজেও কখনো নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেননি, যেটি নিয়ে বিএনপি এখন মিথ্যাচার করে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ নারগীস)

## চট্টগ্রাম টেস্টে সামর্থ্য প্রমাণ করতে চায় বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে শনিবার (৩০ মার্চ) থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। এই ম্যাচে টেস্ট ক্রিকেটে যোগ্যতা প্রমাণ করতে চাইছে বাংলাদেশ। সিলেটে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে টাইগারদের হারের পর শুরু হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম টেস্ট। সিলেট টেস্টে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ দল। কোনো ইনিংসেই ২০০ রানে পৌঁছাতে পারেনি টিম টাইগার। আর এমন সংকট দেখা দেয় টপ অর্ডার ব্যাটাররা প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে।

এদিকে, এক বছর পর টেস্ট খেলায় তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে মাঠে পেয়েছে বাংলাদেশ দল। সাকিবের প্রত্যাবর্তন তাদের হয়তো বাড়তি সাহস যোগাবে। গত এক বছর কোনো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট না খেললেও সাকিবের উপস্থিতি দলের মনোবল বাড়াবে।

সাকিব মাঠে ফিরলেও ব্যক্তিগত কারণে প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে থাকছেন না দলের সঙ্গে। এই টেস্টে টাইগারদের দায়িত্ব পালন করবেন সহকারী কোচ নিক পোথাস। সাকিবের ফেরার বিষয়ে পোথাস বলেন, "টেস্ট দলে ফিরতে পেরে এই অলরাউন্ডারও খুশি"।

সিলেটের চেয়ে চট্টগ্রামের মাঠ ব্যাটসম্যান ও স্পিনারদের জন্য বেশি সুবিধাজনক বলে পরিচিত। এর ফলে বাংলাদেশ স্পিন নির্ভর টিম তৈরি করতে পারে, যার মধ্যে একজন বাড়তি ব্যাটসম্যান থাকতে পারেন। পোথাস ইঙ্গিত দিয়েছেন, চূড়ান্ত একাদশ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। সাকিবের প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশকে তাদের লাইনআপে একজন অতিরিক্ত বোলার বা ব্যাটসম্যানকে অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধা দিয়েছে। তার সাম্প্রতিক দুর্বল স্কোর একজন বাড়তি ব্যাটসম্যানের অন্তর্ভুক্তিতে সহায়ক হতে পারে।

বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল ১০টায় শুরু হবে ম্যাচ। সর্বশেষ তথ্য মতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার টিম লাইন-আপ:

বাংলাদেশ দল: নাজমুল হোসেন শান্ত (ক্যাপ্টেন), হাসান মাহমুদ, খালেদ আহমেদ, লিটন দাস, মাহমুদুল হাসান জয়, মেহেদি হাসান মিরাজ, মুমিনুল হক, নাহিদ রানা, নাঈম হাসান, সাদমান ইসলাম, শাহাদাত হোসেন, সাকিব আল হাসান, শরিফুল ইসলাম, তাইজুল ইসলাম, তৌহিদ হৃদয়, জাকির হাসান।

শ্রীলঙ্কা দল: ধনঞ্জয়া ডি সিলভা (অধিনায়ক), কুশল মেন্ডিস (সহ-অধিনায়ক), দিনেশ চান্দিমাল, বিশ্ব ফার্নান্দো, নিশান মাদুশকা, চামিকা গুনাসেকারা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লাহিরু উদারা, প্রবাথ জয়সুরিয়া, দিমুথ করুনারত্নে, লাহিরু কুমারা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, কামিন্দু মেন্ডিস, রমেশ মেন্ডিস, নিশান পেইরিস, কাসুন রাজিথা, সাদিরা সামারাবিক্রমা।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ নারগীস)

## বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ সভাপতি, প্রতিবাদে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ডাক শিক্ষার্থীদের

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার শুরু করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে শুক্রবার (২৯ মার্চ) সকল শিক্ষা কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। গত ২০১৯ সালে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে বুয়েট ক্যাম্পাসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নির্যাতনের ঘটনায় ছাত্রলীগের বেশকিছু নেতাকর্মী। এর পর থেকে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ বা সহযোগী ছাত্রসংগঠনের রাজনীতি বর্জন করে শিক্ষার্থীরা।

এরপর থেকে ছাত্রলীগ বিক্ষিপ্তভাবে ক্যাম্পাসে রাজনীতি; বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মসূচি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। এই চেষ্টা প্রতিবারই শিক্ষার্থীদের রাজনীতি বিরোধী সংগঠনের প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ডাক দেয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনসহ কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, এসময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ইমতিয়াজ রহিম রাব্বি এবং তাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন তিনি। শিক্ষার্থীরা আরো জানান যে, ছাত্রলীগের নবগঠিত কমিটির কয়েকজন নেতাকর্মী ছাত্রলীগ সভাপতিকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ক্যাম্পাসে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়ার লক্ষ্যে এই প্রবেশ চেষ্টা বলে উল্লেখ করছেন

বুয়েটের অনেক শিক্ষার্থী। নিরাপদ ক্যাম্পাস ও বুয়েটের কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে দিনভর বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

শত শত শিক্ষার্থী শুক্রবার (২৯ মার্চ) সকাল থেকে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বিক্ষোভে যোগ দেয় এবং পরে বিকেলে একটি সংবাদ সম্মেলন করে তারা। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা বলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বুয়েট ক্যাম্পাসকে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্র চলছে। এর প্রতিবাদে আগামী ৩০ ও ৩১ মার্চের নির্ধারিত ক্লাস এবং পরীক্ষাসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করার ঘোষণা দেন তারা। শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে- বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য বুয়েটের যে কোনো ছাত্রকে হল ও বিভাগ থেকে সাময়িক বহিষ্কা করা। বিশেষ করে ইমতিয়াজ রহিম রাব্বির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান তারা।

এছাড়া, আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, এ ঘটনায় বুয়েট প্রশাসনের অবস্থান পরিষ্কার করা, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তাসহ লিখিত আশ্বাস দাবি করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। আর যে-কোনো ধরনের হয়রানি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালকের পদত্যাগ দাবি করেন শিক্ষার্থীরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০৩.২০২৪ নারগীস)

## ‘বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাংবাদিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়েছে’: আমীর খসরু

বাংলাদেশে এখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ সাংবাদিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শুক্রবার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যায়, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিএমইউজে) ইফতার মাহফিলে দেয়া বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, “বাংলাদেশ রাষ্ট্র যেভাবে চলছে, রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো যেভাবে চলছে, এতে সাংবাদিকতা ভালো অবস্থানে নেই। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশে এখন একটি বিশেষ সাংবাদিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের সাংবাদিকতা পরিচালিত হয় সরকারি ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যারা চলে, তারা সাংবাদিকতা করতে পারে না বলে উল্লেখ করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

তিনি বলেন, যারা সাহস করে কথাবার্তা বলছে, লিখছে; তাদের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি আরো বলেন, “যেসব সাংবাদিক সংগঠন ও মিডিয়ায় কিছু কথা বলার চেষ্টা করছে, তারা এখন বড় চাপের মধ্যে আছে। আমীর খসরু বলেন, আওয়ামী লীগের বেনিফিশিয়ারি সাংবাদিকরা ছাড়া বাংলাদেশের সাধারণ সাংবাদিকরা মুক্ত হতে চাচ্ছে। তারা মুক্তির পথ খুঁজছে। তারা যদি মুক্ত হতে না পারে, তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা বলে কোনো কিছু থাকবে না। সাংবাদিকতা পেশা বলে যে কিছু আছে, এটা ভুলে যেতে হবে।

গণতন্ত্র ফেরানোর দায়িত্ব বিএনপির একার নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, সাংবাদিকদের দায়িত্ব আছে, পেশাজীবীদের দায়িত্ব আছে, সর্বস্তরের মানুষের আজ দায়িত্ব আছে। “শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ যারা ভোটকেন্দ্রে যায়নি, তারা কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। বিএনপি এবং বিরোধী দলের ডাকে তারা দায়িত্ব পালন করেছে;” বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

এদিকে, ১২ ফেব্রয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন ও পরিচালনা প্রমাণ করে যে বর্তমান সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে কাজ করছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ২৯তম সভায় এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

আরাফাত বলেন, সরকারিভাবে সাংবাদিকদের জন্য অনেক কিছু করার বিষয়ে সরকারের প্রচেষ্টা রয়েছে। তারপরও, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু কিছু জায়গা থেকে কখনো কখনো অপপ্রচার করা হয় বলে অভিযোগ করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সাংবাদিকতার জায়গা সংকুচিত করছে না; প্রসারিত করছে।”

সভায় সাংবাদিকদের কল্যাণ অনুদান বরাদ্দের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ৩০.০৩.২০২৪ নারগীস)

# রেডিও তেহরান

## মির্জা ফখরুলের কাছে ৮০ ভাগ ‘নির্যাতিত‘ নেতা-কর্মীর তালিকা চাইলেন ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিএনপি মহাসচিবের একটি বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁর দলের ৮০ ভাগ ‘নির্যাতিত‘ নেতা-কর্মীর তালিকা যেন হাজির করেন।

আজ (শুক্রবার) সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দলের পক্ষ থেকে ইফতার ও ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) দলের এক অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিএনপির প্রায় ৮০ শতাংশ নেতা-কর্মী সরকারের দমন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ওবায়দুল কাদের-মির্জা ফখরুলকে বলেন, এসব মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকুন। বিএনপির হৃদয়ে পাকিস্তান, চেতনায় পাকিস্তান। আওয়ামী লীগের হৃদয়ে বাংলাদেশ, চেতনায়ও বাংলাদেশ। সেটাই আওয়ামী লীগ মনেপ্রাণে ধারণ করে।

(রেডিও তেহরান: ২০:৩০ ২৯.০৩.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

## এনএইচকে

### "বেনি-কোজি" সাপ্লিমেন্টের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যভীতির জন্য ক্ষমা চেয়েছে জাপানি ঔষধ কোম্পানি

"বেনি-কোজি" নামক লাল ইস্ট দিয়ে গাঁজানো চালের সাপ্লিমেন্ট বা সম্পূরক খাদ্য উপাদানের কারণে ব্যাপক স্বাস্থ্য উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ায় ক্ষমা চেয়েছে একটি জাপানি ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি। পণ্যগুলোর ব্যবহারকারীদের মধ্যে মৃত্যুর খবর পাওয়া যাওয়ার পর কোবাইয়াশি ফার্মাসিউটিক্যাল আজ শুক্রবার প্রথম সংবাদ সম্মেলন করেছে। এখন এই পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

কোম্পানির প্রেসিডেন্ট কোবাইয়াশি আকিহিরো মৃত গ্রাহকদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি এও বলেন যে বিষয়টি ইতোমধ্যে সামাজিক সমস্যায় পরিণত হওয়ায় এবং অনেক লোকের মাঝে উদ্বেগ ও ভীতি সৃষ্টি করার জন্য তিনি গভীরভাবে দুঃখিত।

ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিটি বলেছে যে, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত "বেনি-কোজি" সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারকারীদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু এবং আরো ১১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আক্রান্তদের কিডনির সমস্যা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

কোম্পানির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ভাষ্যানুযায়ী, গত সপ্তাহে পদার্থটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা গেছে। ওই কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, কোম্পানিটি সরকার এবং অন্যান্যদের উপাত্ত সরবরাহ করার মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে যৌথভাবে এই স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করবে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ নারগীস)

## ডয়চে ভেলে

### বুলিং : মুক্তচিন্তার প্ল্যাটফর্মে 'অসুস্থদের' আগ্রাসন

বাংলাদেশে অনুভূতিতে আঘাত দেয়াও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু কী করলে অনুভূতিতে আঘাত হবে তা আইনে স্পষ্ট করে বলা নেই। এ কারণে অনেকে 'আঘাত' পেলেও বিচার পান না, আবার কেউ কেউ সেই আইন দিয়েই অন্যকে হয়রানি করেন।

এ বছর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন নটরডেম কলেজের ছাত্র আদনান আহমেদ তামিম। সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "ঘুমানো, নামাজ, খাওয়া ছাড়া বাকি পুরো সময়ই লেখাপড়া করেছি"। তার এই বক্তব্য নিয়েই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের একাংশ শুরু করেছেন তুমুল ট্রল। তাদের এই ট্রল রীতিমতো সাইবার বুলিংয়ের পর্যায়ে চলে যায়। তামিমকে নিয়ে হাসাহাসি, আপত্তিকর মন্তব্য, কথিত উপদেশসহ কোনো কিছুই বাকি থাকেনি। তামিম সাবজেক্ট হিসেবে সিএসই নিয়েছেন। এখন তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে বাড়িতে আছেন।

ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "আমাকে নিয়ে যারা ট্রল করেছেন তাদের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। এটা নিয়ে আমি ভাবতেও চাই না। আমার লক্ষ্য পুরণে যা দরকার আমি তা-ই করেছি। এটাই আমার সফলতা"। এটা তার ওপর কোনো মানসিক চাপ তৈরি করেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমার এটা নিয়ে ভাবার সময় নাই"। তার কথা, "তবে সার্বিকভাবে একেকজনের লাইফস্টাইল একেক রকম। চিন্তাও আলাদা। প্রত্যেকেরই নিজস্বতা আছে। সেটাকে সম্মান করা উচিত। আর ধর্ম পালন সবার করা উচিত বলে আমি মনে করি"। তার পরিবারের সদস্যরাও সামাজিক মাধ্যমে তাকে নিয়ে ট্রল করার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চান না।

শুধু তামিম নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তা বা লাইফ স্টাইল প্রকাশ করে অনেকেই ট্রল ও সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন। এর আগে শিশু শিল্পী লুবাবাকেও রীতিমতো মানসিক নির্যাতন করা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এক পর্যায়ে তার পরিবার তাকে অভিনয় থেকে দূরে রাখারও সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-র গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)-র প্রধান যুগ্ম কমিশনার হারুন অর রশীদের সহায়তা নিতে হয়েছে। তারপরও যে তাকে নিয়ে ট্রল পুরোপুরি থেমেছে, তা বলা যাবে না। একইভাবে অব্যাহত ট্রলের শিকার হয়েছিলেন অভিনেত্রী নুশরাত ফারিয়া তার কিছু ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে কথা বলতে চাইলে তিনিও কথা বলতে রাজি হননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া তামিম প্রসঙ্গে বলেন, "সে রীতিমতো সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছে। তার ওপর সাইবার হামলা করা হয়েছে। একটি গ্রুপ তাকে 'বাতিল মাল' হিসেবে ফেলে দিতে চেয়েছে। এখানে সে যদি খাওয়া আর ঘুমানোর কথা বলতো তাহলে হয়তো ওই গ্রুপটি কিছু বলতো না। নামাজ পড়ার কথা বলায় তারা তার বিরুদ্ধে লেগেছে। আরেকটি গ্রুপ মনে করেছে তার মননশীলতার অভাব আছে। আসলে এখানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে"। তার কথা, "এখানেই সমস্যা। আমরা অন্যকে সম্মান জানিয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে অথবা ভিন্নমত প্রকাশ করতে শিখিনি। এটাও একটা মৌলবাদ, যে নিজের চিন্তাকেই ঠিক মনে করে অন্যের চিন্তাকে হেয় করা, অপমান করা। এটা আজকাল তথাকথিক শিক্ষিত লোকরাও করছেন"।

ইউনিসেফ সাইবার বুলিংয়ের সংজ্ঞায় বলছে, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে হয়রানি করার নামই সাইবার বুলিং। এটি সামাজিক মিডিয়া, মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম, গেমিং প্ল্যাটফর্ম এবং মোবাইল ফোনে ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে যাদেরকে টার্গেট করা হয় তাদেরকে ভয় দেখানো, রাগিয়ে দেওয়া, লজ্জা দেয়া বা বিব্রত করার জন্য বার বার এরূপ আচরণ করা হয়।
উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- সামাজিক মাধ্যমে কারো সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেয়া বা বিব্রতকর অথবা অবমাননাকর ছবি পোস্ট করা। মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্ষতিকর মেসেজ দেয়া বা হুমকি দেওয়া, অন্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে তার পক্ষে আর একজনকে মেসেজ পাঠানো। ইউনিসেফ আরো বলছে, মুখোমুখি বুলিং এবং সাইবার বুলিং প্রায়শই পাশাপাশি ঘটতে পারে।
তবে, সাইবার বুলিং একটি ডিজিটাল পদচিহ্ন রেখে যায়। এই ডিজিটাল পদচিহ্ন এমন একটি রেকর্ড, যা কার্যকর প্রমাণ হিসাবে কাজ করতে পারে এবং অপব্যবহার বন্ধে সহায়তা করতে প্রমাণ সরবরাহ করতে পারে। ডিএমপির সাইবার ক্রাইম তদন্ত বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার নাজমুল ইসলাম বলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, কারুর মতের বা চিন্তার সঙ্গে মিল না হলে, অথবা রুচির সাথে না মিললে এই ট্রল বা বুলিংয়ের ঘটনা ঘটে। অনেকে আবার ফান করতে করতে এটা করেন। কেউ আবার বিকৃত রুচির কারণে এটা করেন। এটা সরাসরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করেন। আবার কেউ ইনবক্সে, ফোনে, কমেন্ট বক্সে করেন। কেউ আবার সরাসরি পোস্ট দেন। এটা অনেককেই বিপর্যস্ত করে। মানসিকভাবে এর শিকার হয়ে কেউ কেউ ভেঙে পড়েন। আমরা অভিযোগ পেলে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করি, কাউন্সেলিং করি। তারপরও প্রতিকার না হলে ক্ষতিগ্রস্ত আদালতে মামলা করতে পারেন", বলেন তিনি। তিনি জানান, এই সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ তারা পান। নারীরাই এর বেশি শিকার হন। আবার অনেকে অভিযোগ না করে নিজেকে গুটিয়ে নেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্তের জীবনযাপন করেন।
তরুণদের নিয়ে কাজ করা 'আঁচল ফাউন্ডেশন' বলছে, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়ে মোট ছয় জন আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সবাই তরুণী। তাদের কথা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকেই বুলিংয়ের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মকে কোনো দায়বদ্ধতার মধ্যে আনা যাচ্ছেনা। ফেক আইডি ব্যবহার করে অধিকাংশ বুলিং হয়। কিন্তু এই ফেক আইডি বন্ধ করার কোনো উদ্যোগই নেই ফেসবুকের, কারণ, এটা তাদের ব্যবসা।
সংগঠনটির প্রধান নির্বাহী তানসেন রোজ বলেন,"এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বডি শেমিংও বাড়ছে। কিন্তু এটাও যে অপরাধ, সেটা অনেকেই বুঝতে পারছেন না, বা জানলেও সেটা কেয়ার করছেন না"। অনুভূতিতে আঘাত দেয়া একটি অসংজ্ঞায়িত বিষয়। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন (ডিএসএ)-তে অনুভূতিতে আঘাত দেয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেটা ধর্মীয় অনুভূতি হতে পারে। চিন্তার অনুভূতি হতে পারে। ব্যক্তিগত সম্মানের বিষয় হতে পারে। রাজনৈতিক হতে পারে। কিন্তু আইনে এই অনুভূতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা নাই।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, "অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হয়েছে কিনা এটা আসলে আদালতই নির্ধারণ করতে পারে। কারণ, আইনে বিষয়গুলো স্পষ্ট করা নেই। ফলে ডিএসএ'র সুবিধা নেন ক্ষমতাবানরা। তারা অন্যকে হেনস্তা করার জন্য এই আইনটি ব্যবহার করেন। সাধারণ মানুষ এই আইনে প্রতিকার পান না। তাদের প্রকৃতই অনুভূতিতে আঘাত করা হলেও তারা বিচার পান না"। বাংলাদেশে বুলিংয়ের শিকার হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের মধ্যে মানসিক বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতা বাড়ছে।
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলালউদ্দিন আহমেদ তার পর্যবেক্ষণে বলছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এটা করা সহজ। তাই এর সংখ্যা বাড়ছে। তিনি বলেন, "আমার কাছে এই ধরনের সমস্যা নিয়ে যারা আসছেন তাদের অধিকাংশই তরুণী।" কিন্তু অনুভূতিতে আঘাতের আবার অপব্যাখ্যাও আছে বলে মনে করেন, এই মনোচিকিৎসক। তার মতে,"অনুভূতি একটি অস্বচ্ছ বিষয়। অন্যকে আঘাত না করে আমি আমার মত প্রকাশ করতে পারবো। আবার আঘাত না করে, অপমান না করে আমি কোনো মতের বিরোধিতাও করতে পারবো। এটাই সভ্য সমাজের নিয়ম। কিন্তু আমাদের এখানে অনুভূতিতে আঘাতের কথা বলে স্বাধীন চিন্তাও দমন করা হয়। সেটা রাজনৈতিক, ধর্মীয় নানা ধরনের অনুভূতি হতে পারে"। তার কথা, "এই স্বাধীন মত প্রকাশের নামে আবার যখন অন্যকে হেয় করা হয়, অপমান করা হয়, ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয় সেটা কিন্তু বুলিং। এখানেই অনুভূতিতে আঘাতের প্রশ্ন আসে"।
মনজিল মোরসেদ বলেন, "এখানে বাকস্বাধীতার প্রশ্ন আছে। দুর্নীতিবাজকে দুর্নীতিবাজ বলা যাবে না, আইনটি কিন্তু সেজন্য নয়। আইনটি হলো, কাউকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাকে অপমান, অপদস্থ না করা হয় তার জন্য। কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে উল্টো। যাদের ক্ষমতা আছে, তারা এটাকে তাদের অপরাধ ঢাকতে এবং সেটা যারা প্রকাশ করে, তাদের শাস্তি দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে যারা সাইবার বুলিং করে, তাদের সুবিধা হয়"।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. স্নিগ্ধা রেজওয়ানা বলেন, "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপরিচিতরাও কারো ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারেন। এটার সুযোগ নিচ্ছে কেউ কেউ। তারা তাদের মতের বিরুদ্ধে, চিন্তার বিরুদ্ধে কিছু হলেই সেখানে গিয়ে যা খুশি তাই বলছেন, অপমান করছেন। শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি আর থাকছে না। ফলে মুক্ত চিন্তার পরিবর্তে এই প্ল্যাটফর্মকে তারা মুক্ত চিন্তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে"।

নিজেকে জাহির করা বা কোনোভাবে প্রকাশ করার প্রবণতাও এখানে কাজ করে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা, লেখা একটা যোগ্যতার বিষয়। এটা যারা করেন, তারা তাদের কাজের মধ্য দিয়েই করেন। কিন্তু ওই শ্রেণির মানুষ সেটা না পেরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিকৃত পোস্ট বা মন্তব্য করে নিজেকে জাহির করে। বাস্তব জগতে কিন্তু তাদের গ্রহণযোগ্য অবস্থান নেই, এই মন্তব্য মনজিল মোরসেদের।

"আর শিক্ষার অভাব বিশেষ করে প্রযুক্তি ব্যবহারের শিক্ষা বা নেটিকেট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা যাদের মধ্যে নেই, তারা বুলিং বা ট্রল করেন। এটা পাড়ার কিছু ছেলে যেমন দল বেঁধে উত্যক্ত করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তাই। আর একই মানসিকতার লোক একজনকে দেখে আরেকজন উৎসাহিত হয়। তারা দলবদ্ধ হয়", বলেন তানসেন রোজ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## অনুভূতিতে আঘাতের নামে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার আর কতদিন

ইদানীং দুইটি শব্দ চারপাশে খুব বেশি শুনতে পাই- অনুভূতিতে আঘাত। সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগে ধর্মীয় অনুভূতিতে। যার নামে সারা বিশ্বেই চলে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। ধর্মীয় অনুভূতি ছাড়াও জাতিগত অনুভূতি, দেশীয় অনুভূতি, গণতান্ত্রিক অনুভূতি, লৈঙ্গিক অনুভূতিসহ আরো না জানি কত কত অনুভূতিতে আমাদের আঘাত লাগে। অনেক সবলের ঠুনকো অনুভূতি এমনকি ফুলের টোকাতেও আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

তখন সে তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধ নিতে। আর তাতেই দেশে দেশে বেধে যায় দাঙ্গা। কাতারে কাতারে খুন হয় মানুষ, ভাঙা হয় উপাসনালয়, আগুনে পোড়ে লোকালয়, বাস্তুচ্যুত হয় অসংখ্য মানুষ। এই যে অনুভূতি, এটা আসলে কী? কেনো বারে বারে সেখানে আঘাত লাগে। কেনো আমরা আহত হই, ক্ষুব্ধ হই কিংবা দুর্বল হলে বিষন্ন হই?

কখনো ভেবে দেখেছেন কী। অন্য একজনের কথা, কাজ বা আচরণ কোনো আমাকে আঘাত করে? আমিই বা কোনো অন্যকে জেনে বা না জেনে আঘাত করে ফেলি? চার বর্ণের ছোট্ট এই শব্দটি নিয়ে ভাবতে বসলে এমন হাজারো প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খায়। আমরা মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব বলে নিজেদের দাবি করি। অথচ, মনুষ্যত্বের অনুভূতিই আমাদের মাঝে সবচেয়ে কম কাজ করে। অনুভূতিতে আঘাত আর বুলিংয়ের শিকার-এই দুইটি বিষয়কে আমার কাছে মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ মনে হয়। যখন আমি সবলের দলে তখন কারো কথা-কাজ বা আচরণে আমার অনুভূতিতে আঘাত লাগে, আমি সংক্ষুব্ধ হই, প্রতিশোধ নেই। আর যখন আমি দুর্বলের দলে তখন সেই একই কথা-কাজ বা আচরণে আমি অপমানিত হই, বিষন্ন হই, বিপন্ন হই।

যে কারণে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে রোজার মাসে অন্য ধর্মের লোকজনও দিনের বেলা প্রকাশ্যে খাবার খেতে ভয় পায়। যদি কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে যায়। আবার হিন্দু প্রধান দেশে গণহারে গো-মাংস নিষিদ্ধ হয়। আর সে নিষেধাজ্ঞার দোহাই দিয়ে কোনো মুসলিম পরিবারের ফ্রিজে গরুর মাংস থাকার 'অপরাধে' সে বাড়ির লোকজনকে পিটিয়ে হত্যা করে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়। আবার জাতগত অনুভূতিতে কিংবা মান-সম্মানের অনুভূতিতে আঘাত লাগে বলে কত পরিবার তাদের আদরের সন্তানকে হত্যা করতে পর্যন্ত পিছপা হয় না। যার গালভরা নাম 'অনার কিলিং'। এই যে আমাদের অনুভূতি, সেটাকে আমরা বড় ঠুনকো করে রাখি বলেই দুষ্ঠু লোকেরা, অসৎ লোকেরা, ধর্ম ব্যবসায়ীরা সেটিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে। একজন সংবাদকর্মী হিসেবে গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে আমি দেখে আসছি বাংলাদেশে মাঝে মধ্যেই হিন্দু মন্দিরগুলোতে মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরান পাওয়া যায়। আর তা নিয়ে 'টনটনে অনুভূতির' একদল মুসলমান আঘাতপ্রাপ্তা হয়ে এলাকার হিন্দুদের মন্দির ভাঙে, বাড়ি-ঘরে হামলা চালিয়ে রীতিমত তাণ্ডব করে।

অথচ, যাদের উপর হামলা চালিয়েছে ছোটবেলা থেকে তাদের সাথেই হয়তো হেসে-খেলে বড় হয়েছে। একসাথে কাজ করেছে, এক দোকানে বসে চা খেয়েছে, গল্প করেছে। এমন ছোট-বড় ঘটনা প্রতি বছরই দেশের নানা প্রান্তে ঘটতে দেখা যায়। চুপিচুপি মন্দিরে কোরআন রেখে আসতে গিয়ে কিছু কিছু 'কুটিল' মানুষ ধরাও পড়ে। যারা ধর্মের নামে ইচ্ছা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ জারি রাখতে চায়, যাতে তাদের ধর্ম ব্যবসা রমরমিয়ে চলে।

এ সব খবর নিয়ে কাজ করতে গেলে আমার প্রথমেই যে ভাবনাটা আসে সেটা হলো, মানুষ কি করে এত বোকা হয়! আমরা তো এখন প্রযুক্তির সাহায্যে সব কিছু দ্রুত দেখতে পারি, জানতে পরি। বুঝতে পরি অসৎ উদ্দেশে অনেক ভুয়া খবর ছড়ানো হয়। আমরা সব জানি-বুঝি, তারপরও আমাদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে আর আমরা মানুষ থেকে দানবে পরিণত হই। একজন হিন্দু পুরোহিত কী তার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কোরআন পড়তে পারেন না? তাতে কী পাপ হয়? জ্ঞান অর্জন করার কথা তো সব ধর্মেই বলা আছে। তাহলে একজন পুরোহিত কোনআন পড়ে যদি তার জ্ঞান বাড়াতে চান তবে মন্দিরে কোরআন পাওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু না। ওটাই তো তার সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আপন স্থান। কেনো এই সাধারণ বিষয়গুলো আমাদের মাথায় ঢোকে না।

একই কথা প্রতিবেশী ভারতের বেলাতেও বলতে হয়। ভারত হিন্দু প্রধান দেশ। আর হিন্দু ধর্মে গো-হত্যা নিষিদ্ধ। আবার একই সঙ্গে এই কয়েক বছর আগেও বিশ্বের শীর্ষ গো-মাংস রপ্তানিকারক দেশ ছিল ভারত। এখন খুব সম্ভবত দ্বিতীয় নম্বরে। অথচ, গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র ট্রাকে করে গরু পরিবহন করার অপরাধে উগ্র হিন্দুদের দল হামলা চালিয়ে মুসলমানদের হতাহত করেছে। উত্তর প্রদেশসহ ভারতে কয়েকটি রাজ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ।

এ নিয়ে দেশটির অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, গো-হত্যা নিষিদ্ধ হলে ভারতের রপ্তানি আয়ের একটি বড় খাত নষ্ট হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে গরু নিয়ে বিপাকে পড়তে হবে সাধরণ কৃষকসহ সব মানুষকে। যেহেতু গো-হত্যা নিষিদ্ধ তখন কৃষকরা বাধ্য হয়ে বয়স্ক গরুগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে দেবে। কারণ, সেগুলো আর তাদের কাজে লাগবে না। আর পথে পথে ঘুরে বেড়ানো গরুগুলো ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের বাড়ি বাড়ি হামলা চালাবে। ভারতে কিন্তু এমন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। কয়েক মাস আগে পথের ক্ষুধার্ত গরুর হামলায় একজনের মৃত্যুর খবর নিয়ে সংবাদও হয়েছে।

এভাবে নিজেদের অনুভূতি রক্ষা করতে গিয়ে আমরা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করতে পিছপা হই না। অথচ, প্রতিটি মানুষ আলাদা। তার পছন্দ-অপছন্দ আলাদা। আমার যেটা ভালো লাগে না সেটা অন্য কেউ করতে পারবে না, কেনো আমার বা আমাদের এমনটা মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে আমার জীবনে অনুভূতিতে আঘাত লাগার একটা গল্প বলি। তখন আমার ছেলের বয়স দেড়-দুই বছর হবে। ছোটবেলা থেকেই ছেলেটা রোগা ছিল। অসুখ লেগেই থাকতো। আর ওকে খাবার খাওয়াতে মাঝে মধ্যে খুব বেগ পেতে হতো। ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ করে আমি কাজে যোগ দিয়েছিলাম। অসুস্থ ছেলে রেখে অফিসে যাই, নিজের মনের মধ্যে একধরণের অপরাধ বোধ কাজ করতো।

সে সময় একদিন ছেলের জ্বর। কিছু খেতে চাচ্ছে না। খাবার খাওয়াতে ওকে নিয়ে আমার বাসার সামনের সরু গলিতে নেমে পড়ি। উদ্দেশ এটা-সেটা দেখে যদি একটু খাবার মুখে নেয়। ছেলে ছোট ছোট পায়ে হেলেদুলে হাঁটছে, আমি খিচুড়ির বাটি হাতে পেছন পেছন আছি। তখন রিকশা থেকে আমারই এক প্রতিবেশী ভাবি নামলেন। আমাকে দেখে বললেন, "কী ভাবি, খাবার নিয়ে একেবারে রাস্তায় নেমে গেছেন"। আমি বললাম, ছেলে খাচ্ছে না, কী করবো? উত্তরে উনি বললেন, "আপনার ছেলে যে শুকনা, অফিস করেন তো, ছেলের যত্ন ঠিক মত নিতে পারেন না"। ওনার ওই কথায় সেদিন আমার চোখে পানি চলে এসেছিল। রাগে-অপমানে প্রায় বছরখানে ওনার সঙ্গে কথা বলি নাই। এখন বুঝি, ওই যে নিজের ভেতরের অপরাধ বোধ। সেটাই আসলে আমার অনুভূতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তাই ভাবির সামান্য কথায় এত আঘাত পাই। অথচ, আমি কিন্তু জানি ওই ভাবি একটু সহজ-সরল। খুব ভেবে-চিন্তে তিনি কথা বলেন না। আমাকে সেদিন তিনি হয়তো কোনো কিছু না ভেবেই কথাটা বলেছেন। আর কর্মজীবী মায়েরা তার সন্তানদের সময় একটু কম দিতে পারে। তাতে যত্নও হয়তো একটু কমই হয়ে যায়। তাতে কী বা এসে যায়? তা বলে তো মা হিসেবে সে পিছিয়ে থাকে না। সব মা-ই সন্তানের জন্য তার সর্বোচ্চটা দিয়ে করে। আমার ছেলের বয়স এখন ১০ বছর। অসুখ-বিসুখ স্বাভাবিকই হয়।

ছোটবেলায় অনেক শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা দুর্বল থাকে, তাই তারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশি রোগে ভোগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসব বেশিরভাগ সময় ঠিক হয়ে যায়। যেমনটা আমার ছেলের বেলায় হয়েছে। সহজ এই সত্যগুলো আমি এখন বুঝতে পারলেও ওই দিন ওই মুহূর্তে আমার মাথা কাজ করেনি। আমার বিচারবোধ লোপ পেয়েছিল। তাই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। এখন বুঝি, আমার নিজের ভেতরে থাকা অপরাধ বোধ সেদিন আসল কলকাঠিটা নেড়েছিল। যে কারণে আমার অনুভূতিতে আঘাত লেগেছিল। তাই অনুভূতিতে আঘাত লাগার কারণে অন্য কারো উপর প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একবার ভেবে দেখবেন, নিজের ভেতরে থাকা কোনো অপরাধ বোধ এর পেছনে কাজ করছে নাতো। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## আর সত্যি কথা বলবেন না আবুল কালাম আজাদ

নাটোর-১ (লালপুর) আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ নির্বাচনে খরচ করা এক কোটি ২৬ লাখ টাকা তোলার ঘোষণা দিয়ে এখন তোপের মুখে। সংবিধান ও আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তার শাস্তি দাবি করছেন অনেকে। এ প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি যে কথা বলেছি তা সত্য এবং সরল বিশ্বাসে বলেছি। তবে এখন মনে হচ্ছে সব সত্য কথা এভাবে বলতে নাই। ভবিষ্যতে এভাবে সত্য কথা বলবো না"।

আবুল কালাম আজাদ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং দলের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হয়েছেন। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

নাটোরের লালপুর উপজেলায় ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য আবুল কালম আজাদ বলেন, "নির্বাচনে এক কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এটা আমি তুলবো, যেভাবেই হোক। এটুক অন্যায় আমি করবোই। তাপর আর করবো না"। তিনি আরো বলেন, "২৫ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছি। ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি কিনেছি ২৭ লাখ টাকা দিয়ে। ইচ্ছা করলে আমি এক কোটি টাকা দিয়ে গাড়ি কিনতে পারতাম। কিন্তু আমার যেহেতু টাকা নাই, আমি ২৭ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এবার আমি কিনবো, ওই টাকা দিয়ে কিনবো। ওই টাকা আমি তুলে নেবো। নিয়ে আর কিছু করবো না। খালি এই এক কোটি ২৬ লাখ টাকা তুলবো"।

সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ শুক্রবার বলেন, "আমি একজন আইনজীবী। এছাড়া আমার আয়ের আর কোনো উৎস নাই। অনেক লোককে সহায়তা করতে হয়। করোনার সময় অনেককে সহায়তা করেছি। এখন আবার পাঁচ বছর করতে হবে। আমি কোথায় টাকা পাবো? এক প্রকল্পের টাকা আরেক প্রকল্পে নেবো। এক প্রকল্প থেকে টাকা বাঁচিয়ে সেই

টাকা দিয়ে মানুষকে সহায়তা করবো। এগুলোও দুর্নীতি, অনিয়ম। কিন্তু এছাড়া তো আর উপায় নাই"। তার কথা, "সংসদ সদস্য হিসেবে আমার পাঁচ বছরের বেতন-ভাতা এক কোটি ২৬ লাখ টাকা। সেই টাকা তো নির্বাচনে খরচ করে ফেলেছি। তাই আমি সেই টাকা তোলার কথা বলেছি। আর এটা সত্য যে, নির্বাচনে ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ের সীমা থাকলেও আমার এক কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। সেটা তো আমি বলতে পারবো না। তবে আমি ওই কথা বলেছি মানুষকে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য। এটা ছিল কথার কথা। আমি শেষে বলেছি, আমি দুর্নীতি করবো না"।

তিনি আরো বলেন, "২০১৪ সালে আমি বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। আমি ছাড়া আর কোনো প্রার্থী ছিল না। তখন আমার নির্বাচনে কোনো টাকা খরচ হয়নি। এবার তো হয়েছে"। ওই ধরনের কথা আইন ও সংবিধানের লঙ্ঘন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আসলে সব সত্য কথা এভাবে প্রকাশ্যে বলতে নাই। এটা আমি বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি যে, কিছু কথা গোপন রাখতে হয়। ভবিষ্যতে এভাবে সত্য কথা আর বলবো না"।

ওই আসনের সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য মো. শহীদুল ইসলাম বকুল এবার নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে হেরে যান। তিনিও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তার মতে, "এমপি সাহেব যা বলেছেন তাতে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আমি নিজেও আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি। দেখি তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় কিনা"। তার কথা, "আবুল কালাম সাহেব এরকম কথা আগেও বলেছেন। ২০১৪ সালে বিনা ভোটে এমপি হয়ে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর লালপুরের প্রধানমন্ত্রী আমি। এরপর তিনি দল থেকে আর মনোনয়ন পাননি"। তিনি বলেন, "একজন আইন প্রণেতা হয়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি যা বলেছেন, তা আমাদের স্বাধীনতার চেতনা এবং সংবিধানের লঙ্ঘন। আশা করি, দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে"।

বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, "আসলে দেশে যে আইনের শাসন নেই সেটা ওই এমপি সাহেবের বক্তব্যের পর আবারও প্রমাণিত হলো। কারণ, তিনি সংবিধানের অধীনে শপথ নেয়ার পর দুর্নীতি করার কথা বলেছেন, এটা সংবিধান লঙ্ঘন ছাড়াও ফৌজদারি অপরাধ। তিনি একজন আত্মস্বীকৃত অপরাধী। কিন্তু এখনো তার বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। যেখানে তিনি ওই কথা বলেছেন, সেই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছেন ইউএনও। তিনিও কোনো আইনগত উদ্যোগ নেননি। দেশে এখন আইনের শাসন নাই। আওয়ামী লীগ যা করবে, তাই আইন। ওই এমপি সাহেব স্বতন্ত্র হলেও তিনি আওয়ামী লীগেরই লোক"। তার কথা, "এরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। তাই এদের কোনো জবাবদিহিতা নাই। এরা দুর্নীতি করে । এবার প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে দুর্নীতি শুরু করেছে"।

আর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হেসেন এমপি বলেন, "এমপি সাহেব ওই কথা যদি বলে থাকেন, তাহলে তা দুঃখজনক। তারপরও তিনি কী ব্যাখ্যা দেন তা দেখার আছে।" তার কথা, "এখন নির্বাচন কমিশন দেখতে পারে যে, তার ওই কথার ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা। আর দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নিতে পারে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। হয়ত পরবর্তী সভায় বিষয়টি নিয়ে আলাপ হবে"। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী চান দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। তারপরেও সব পর্যায়ে দুর্নীতি আছে। সেটা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক সবখানেই"।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল(অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "ওই এমপি যেহেতু নিজেই স্বীকার কছেন যে, তিনি ২৫ লাখ টাকার বেশি নির্বাচনে খরচ করেছেন। আর হিসাব দিচ্ছেন ২৫ লাখ টাকার। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারেন। আর দুর্নীতি করার ঘোষণা দিয়ে তিনি দেশের প্রচলিত আইনেই অপরাধ করেছেন। এটা স্পিকার বা অন্য কোনো সংস্থা দেখতে পারে"।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব শফিক বলেন, "তিনি সংবিধান ও আইনের লঙ্ঘন তো করেছেনই, একই সঙ্গে আমাদের রাজনীতির দেউলিয়াত্ব তার কথায় প্রকাশ হয়েছে।" তার মতে, "সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ মতে, ওই এমপির বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে ব্যবস্থা নিতে পারেন স্পিকার। তিনি বিষয়টি সংসদেও তুলতে পারেন অভিশংসনের জন্য। আর নির্বাচন কমিশন ২৫ লাখ টাকার বেশি খরচ করার কথা তিনি যেহেতু স্বীকার করছেন, তাই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।' দলেরও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। আর সাবেক নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, "যেভাবেই হোক ওই এমপি সাহেব মুখ ফসকে সত্য কথা বলে ফেলেছেন। বাস্তব অবস্থা এর চেয়েও খারাপ।" তার কথা, "উনি যেহেতু নির্বাচনে নির্ধারিত সীমার বেশি খরচ করেছেন এবং সেই টাকা আবার দুর্নীতির মাধ্যমে তোলার কথা কলেছেন এটা নৈতক স্খলন। এটার জন্য তিনি দণ্ডিত হতে পারেন। যেহেতু তিনি শপথ নিয়েছেন তাই সংসদকে উদ্যেগ নিতে হবে। স্পিকার যদি নির্বাচন কমিশনে বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পাঠান, তাহলে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য"। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## জাগো এফএম

### সম্প্রীতির চেতনা তৃণমূলে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তিকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করে দেশকে অন্য পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশের জনগণ তা হতে দেয়নি। এ বিষয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে সে লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাক্ষাৎকালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিনিধিদল ৩ মে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানান। প্রতিনিধিদল ১৯৭১ এর গণহত্যাকারীদের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচারক নিয়োগ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাহাবুদ্দিন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য স্মারকপত্র প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোটের নেতাকর্মীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা, হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের ঘটনা তদন্তে পরবর্তী সময়ে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এ কমিশন সাহাবুদ্দিন কমিশন নামে পরিচিত।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান, প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন এবং সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস. এম সালাহউদ্দিন ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## মুক্তিপণের বিষয়ে এখনো কথা হয়নি: কবির গ্রুপ

সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি ২৩ বাংলাদেশি নাবিক ও জাহাজের বিষয়ে জলদস্যুদের সঙ্গে আলাপ অব্যাহত থাকলেও মুক্তিপণের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। দেশের কয়েকটি গণমাধ্যমে 'মুক্তিপণ চূড়ান্ত হয়েছে' শীর্ষক খবর প্রচারের পর কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শুক্রবার (২৯ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে মিজানুল ইসলাম বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের (জাহাজের মালিকপক্ষ কবির গ্রুপ) সঙ্গে দর কষাকষি করে মুক্তিপণ চূড়ান্ত হয়েছে- এমন খবর প্রচার হচ্ছে। তবে এমন কোনো বিষয় আমার জানা নেই। যেহেতু মালিকপক্ষের হয়ে আমি গণমাধ্যমে কথা বলছি, তাই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি আমি এমন কিছু জানাইনি।' তিনি বলেন, 'জলদস্যুরা যে তৃতীয়পক্ষ নিয়োগ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। তবে এখনো তারা মুক্তিপণের বিষয়টি সামনে আনেনি। তবে আমরা এমন কিছু হতে পারে ধরে নিয়ে অগ্রিম কিছু পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছি'।

মিজানুল জানান, ১৩ বছর আগে এমভি জাহান মনিকে যেভাবে দস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তারা এগোচ্ছেন। নাবিকরা মুক্তি পেলে তাদের বিমানযোগে দেশে আনা হবে। এছাড়া জাহাজ ফিরিয়ে আনার জন্য অপর একটি দলকে পাঠানো হবে, সেটিও ঠিক করে রাখা হয়েছে। 'আমরা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্দেশনা অনুসারে কাজ করছি। অনেকের মতো আমরাও আশা করছি, ঈদের আগে নাবিকদের ফিরিয়ে আনা যাবে। তবে এটা সম্পূর্ণ জলদস্যুদের হাতে, ওরা না চাইলে আমরা নিজের থেকে কিছু করতে পারবো না। ঠিক কার সঙ্গে কোথায়, আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে, তা নির্দিষ্ট করে এ মুহূর্তে বলা ঠিক হবে না। তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে অনেকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে'- যোগ করেন মিজানুল।

জাহাজে থাকা খাবারের বিষয়ে মিজানুল ইসলাম বলেন, 'জলদস্যুরা এখন জাহাজের খাবার তেমন একটা ব্যবহার করছেন না। তারা বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসছেন।' মালিক পক্ষ জানিয়েছে, বিমাকারী প্রতিষ্ঠান প্রোটেকশন অ্যান্ড ইনডেমনিটি (পিঅ্যান্ডআই) এবং ক্রাইসিস টোয়েন্টিফোর জিম্মি জাহাজ ও নাবিকদের উদ্ধারে কাজ করছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'জিম্মি হওয়া ২৩ নাবিক ও জাহাজ মুক্ত করার জন্য সোমালিয়ার জলদস্যুদের সঙ্গে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে'।

জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন দেশের সিনিয়র নাবিক ক্যাপ্টেন আতিক ইউ এ খান। তিনি জানিয়েছেন, নাবিকদের খাবার আর পানির রেশনিং এখনো চলছে। খাবার বলতে ইফতারে চনাবুট, পেঁয়াজু, দুই রকম ফল আর সাহরিতে ভাত দিয়ে ন্যূনতম মাছ-মাংস ও তরকারি খাচ্ছেন। সপ্তাহে মাত্র একবার স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহারে অনুমতি দিচ্ছে জলদস্যুরা।

বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন মো. আনাম চৌধুরী বলেন, 'জলদস্যুরা তীর থেকে নিজেদের জন্য তেহারি ধরনের খাবার আনছেন। অনেক সময় নাবিকদেরও অফার করা হচ্ছে, আবার নাবিকদের খাবার থেকেও তারা খাচ্ছেন'।

গত ১২ মার্চ বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টার দিকে ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ। সে সময় জাহাজটি সোমালিয়া উপকূল থেকে ৫৭০ ন্যাটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থান করছিল। দস্যুদের কাছে জিম্মি হয় ২৩ জন বাংলাদেশি নাবিক ও ক্রু। জিম্মি জাহাজটি এখন সোমালিয়ার পান্টল্যান্ড প্রদেশের নুগাল অঞ্চলের জিফল উপকূলের দেড় নটিক্যাল মাইল দূরে নোঙর করে আছে। অদূরেই মোতায়েন করা আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নেভাল ফোর্সের (ইইউএনএভিএফওআর) আটলান্টা অপারেশনের একটি যুদ্ধজাহাজ।

তবে যে কোনো ধরনের অভিযান থেকে বিরত থাকতে বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তারা সে পথে এগোয়নি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## বদলির পথ খুলছে বেসরকারি মাদরাসা শিক্ষকদেরও, নীতিমালা শিগগির

এমপিওভুক্ত বেসরকারি মাদরাসা শিক্ষকদের বদলি নিয়ে ৭ সদস্যের কমিটি করেছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ কমিটিকে বদলি নীতিমালা খসড়া তৈরি করে তা জমা দিতে বলা হয়েছে।

কমিটিতে সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মো. জাকির হোসাইন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বদলি নিয়ে খুব দ্রুত খসড়া তৈরি হবে। এরপর তা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে।

জানা গেছে, মাউশি অধিদপ্তরের অধীনে বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বদলি নীতিমালার খসড়া প্রায় চূড়ান্ত। মাদরাসা শিক্ষকদের বদলি নিয়ে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ ছিল না। এ ক্ষোভ জানিয়ে আসছিলেন মাদরাসা শিক্ষকরা। অবশেষে তাদের বদলির কার্যক্রম শুরু করলো মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, মাউশি অধিদপ্তরের আদলেই মাদরাসা শিক্ষকদের বদলির খসড়া তৈরি করা হবে। কিছুটা পরিবর্তন করা হলেও মৌলিক বিষয়গুলো একই থাকবে। খসড়া তৈরি করতে এক থেকে দেড় মাসের মতো সময় লাগতে পারে। তবে দ্রুত খসড়া তৈরির চেষ্টা করা হবে।

২০১৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির অধীনে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগ পেতেন শিক্ষকরা। এতে নিজ এলাকায় চাকরির সুযোগ করে নিতেন তারা। ২০১৫ সালের পর নিয়োগ সুপারিশের ক্ষমতা এনটিআরসিএর হাতে চলে যায়। এতে নিজ এলাকার বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সুপারিশ পেয়ে যোগদান করেন শিক্ষকরা।

স্বল্প বেতনে দূর-দূরান্তে থেকে শিক্ষকতা করতে গিয়ে অনেকে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। শিক্ষকদের নানান সমস্যার কথা বিবেচনা করে গত বছর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ নিয়ে একটা খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে মাউশি।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## দুদক যেন নেতিয়ে পড়া বাঘ

চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের হলফনামায় অস্বাভাবিক সম্পদের তথ্য আলোড়ন সৃষ্টি করে সারাদেশে। অথচ তখনও নীরব ছিল দুদক। যদিও সংস্থাটির দাবি, এ বিষয়ে কাজ চলছে, আরও সময় লাগবে।

এছাড়া সরকারি-বেসরকারি অফিসে অনিয়ম, দুর্নীতি চলছে দেদারসে, প্রায় প্রতিদিনই যার খবর আসছে গণমাধ্যমে। অর্থপাচার প্রতিরোধে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো। এক্ষেত্রেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকের (সিপিআই) প্রতিবেদন অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় দুই ধাপ অবনমন হয়েছে বাংলাদেশের। দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ এখন দশম স্থানে। এর পরও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধকারী সংস্থা দুদকের পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

দুদক আতঙ্কে এক সময় দিন কেটেছে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা ও নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের। দুর্নীতি মামলায় জেল খেটেছেন অনেকেই, কেউ কৌশলে দেশ ছেড়েছেন। তবে এখন আর সেই সময় নেই, ভাটা পড়েছে দুদকের কাজে।

২০২৩ সালে দুদকে জমা পড়ে ১৫ হাজার ৪৩৭টি অভিযোগ। যাচাই-বাছাই শেষে ৮৪৫টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করেছে সংস্থাটি, যা মোট অভিযোগের মাত্র ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। অর্থাৎ অভিযোগের ৯৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ অনুসন্ধানের জন্য আমলে নিতে পারেনি দুদক। সংস্থাটির বার্ষিক প্রতিবেদন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে দুদকে জমা পড়া অভিযোগ ও অনুসন্ধানের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অভিযোগ জমা পড়েছে গত বছর। এর মধ্যে করোনা অভিঘাতের পর সবচেয়ে কম অভিযোগ জমা পড়েছিল ২০২১ সালে। ওই বছর মাত্র ১৪ হাজার ৭৮৯টি অভিযোগ জমা পড়ে। প্রতি বছরের কাজের মূল্যায়ন প্রকাশ করতে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে দুদক। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের অনুসন্ধান তদন্তের ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে সংস্থাটি।

তবে নতুন বছরের তিন মাস পার হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে কম অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালে। ওই বছর ১৮ হাজার ৪৮৯ অভিযোগের বিপরীতে অনুসন্ধানের জন্য আমলে নেওয়া হয় ৮২২টি। এরপর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অভিযোগ আমলে নেওয়া হয় ২০২৩ সালে।

দুদক সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেশিরভাগ অভিযোগ দুদকের তফসিলভুক্ত না হওয়ায় সংস্থাটির পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অনুসন্ধানের সুযোগ নেই। এছাড়া অভিযোগের একটি বড় অংশ ভিত্তিহীন ও ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে আসায় তা আমলে নিতে পারছে না সংস্থাটি।

দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বার্ষিক প্রতিবেদনের বিষয়ে বক্তব্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা নিয়ে জাগো নিউজকে তিনি বলেন, 'হলফনামা নিয়ে কাজ করছে দুদক। এতে আরও সময় লাগতে পারে'।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ দাবি করেন, দুদকের এখতিয়ারভুক্ত যে কোনো অপরাধ তদন্ত করে মামলার মাধ্যমে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এমনকি সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের দাবি, 'নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে দুদক কাজে গতি হারিয়েছে। দুদক চেয়ারম্যান, কমিশনার ও শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের বড় অংশ সরকারের ঘনিষ্ঠভাজন হওয়ায় তারা সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারছে না। দুদক ব্যস্ত থাকছে চুনোপুঁটিদের নিয়ে।' দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের দুই ধাপ অবনমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছর সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার সবচেয়ে আলোচিত সময় ছিল।

তবে এ সময়ে এ ঘোষণাকে চর্চায় রূপ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়নি। উপরন্তু এ সময়ে দুর্নীতির ব্যাপকতা ঘনীভূত ও বিস্তৃত হয়েছে। ঋণখেলাপি, জালিয়াতি ও অর্থপাচারে জর্জরিত ব্যাংক খাতের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বরং এজন্য যারা দায়ী, তাদের জন্য বিচারহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দুদক ও অন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমনে কার্যকর দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি, দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। দুদকসহ বিভিন্ন জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছে'।

প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালে বিভিন্ন অভিযোগে ৪০৪টি মামলা করেছে দুদক। এছাড়া ২০২২ সালে ৪০৬টি, ২০২১ সালে ৩৪৭টি, ২০২০ সালে ৩৪৮টি ও ২০১৯ সালে ৩৬৩টি। ২০২৩ সালে ৩৬৩টি মামলার চার্জশিট অনুমোদন করে সংস্থাটি। এছাড়া ২০২২ সালে ২২৪টি, ২০২১ সালে ২৬০টি, ২০২০ সালে ২২৮টি ও ২০১৯ সালে ২৬৭টি মামলার চার্জশিট অনুমোদন করা হয়। গত বছর সংস্থাটিতে অভিযোগ জমা পড়ে ১৫ হাজার ৪৩৭টি। এসব অভিযোগ থেকে অনুসন্ধানের জন্য নেওয়া হয়েছে ৮৪৫টি, যা মোট অভিযোগের মাত্র ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। ২০২২ সালে মোট অভিযোগ পড়ে ১৯ হাজার ৩৩৮টি, অনুসন্ধানের জন্য নেওয়া হয় ৯০১টি, যা মোট অভিযোগের ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। ২০২১ সালে অভিযোগ জমা পড়ে ১৪ হাজার ৭৮৯টি, অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয় ৫৩৩টি, যা মোট অভিযোগের ৩ দশমিক ৬০ শতাংশ। ২০২০ সালে ১৮ হাজার ৪৮৯টি অভিযোগ জমা পড়ে, অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয় ৮২২টি। মোট অভিযোগের যা ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ। এছাড়া ২০১৯ সালে ২১ হাজার ৩৭১টি অভিযোগ জমা পড়ে, অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয় এক হাজার ৭১০টি, যা মোট অভিযোগের ৮ শতাংশ।

শুধু মামলা নয়, বিভিন্ন মামলায় আসামিদের জরিমানা করে দুদক। এর মধ্যে ২০২৩ সালে বিভিন্ন মামলায় আসামিদের এক হাজার ৬৮৩ কোটি ৬৭ লাখ ৩৭ হাজার ৫৪৬ টাকা জরিমানা করেছে সংস্থাটি, যা ২০২২ সালের তুলনায় প্রায় এক হাজার কোটি টাকা কম। ২০২২ সালে বিভিন্ন মামলায় আসামিদের জরিমানা করা হয়েছিল ২ হাজার ৬৩২ কোটি ৪১ লাখ ৪৩ হাজার ৭৮৩ টাকা। পাশাপাশি গত এক বছরে রাষ্ট্রের অনুকূলে আদালতের নির্দেশে ১৭ কোটি ৯৭ লাখ ৬৩ হাজার ৭৫ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে দুদক।

দুদকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর তা রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংস্থাটি। তবে চলতি বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জমা ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে চাইলে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের সাক্ষাতের অনুমতি দেননি। তাই রেওয়াজ ভেঙে দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মো. শাহরিয়াজ বঙ্গভবনে বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেন।

এ বিষয়ে অনেকের ধারণা, সংস্থাটির সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রপতি কিছুটা নাখোশ থাকতে পারেন, হয়তো সে কারণেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাননি। ফলে রেওয়াজ রক্ষা না করে দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

২৮ মার্চের পর দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলামকে দুদক ভবনের বাইরে অবস্থিত মিডিয়া সেন্টারে অফিস করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে যান গণমাধ্যমকর্মীরা। জানা গেছে, জনসংযোগ কর্মকর্তাকে মূল ভবনের বাইরে রাখার মাধ্যমে দুদকে গণমাধ্যমকর্মী প্রবেশে কড়াকাড়ি আরোপ হতে পারে। এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে দুদক সচিবকে আহ্বান জানিয়েছেন সাংবাদিকরা। জবাবে সচিব জানান, এটি কমিশনের সিদ্ধান্ত। তবে উদ্বেগের বিষয়টি তিনি কমিশনকে অবহিত করবেন বলে জানান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## ঈদে বাড়তি ভাড়া চেয়ে হয়রানি করলেই কঠোর ব্যবস্থা: আইজিপি

ঈদে যাত্রীদের কাছ থেকে গণপরিবহন বা ট্রেনে বাড়তি ভাড়া আদায় করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। একই সঙ্গে ঈদের ছুটিতে ফাঁকা ঢাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

শুক্রবার (২৯ মার্চ) রাজারবাগে পুলিশ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আজান, কিরাত ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এসময় কেউ যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায়ের চেষ্টা করলে, প্রয়োজনে জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট থানায় ফোন করে সহায়তা নেওয়ার আহ্বান জানান আইজিপি।

তিনি বলেন, যাত্রী সাধারণকে অনুরোধ করবো আপনারা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা করবেন না। আমরা কিছুদিন আগেও সমন্বয় সভা করেছি। ১ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পুলিশের সব ইউনিটকে নিয়ে একটি সমন্বয় সভা হবে। এরই মধ্যে রেল মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। এসব সভার মাধ্যমে আমরা সমন্বয়ের কাজটি সেরে নিচ্ছি। ঢাকাসহ বিভিন্ন রেঞ্জ ডিআইজিদের আমরা ব্রিফ করবো। ডিএমপি কমিশনার ঢাকা মহানগরীর সমন্বয় করবেন। ঈদ যাত্রাকে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করতে নৌ-পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, টুরিস্ট পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ তাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাশাপাশি জেলা পুলিশও প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আইজিপি আরও বলেন, এবার ঈদের ছুটি একটু লম্বা হবে। এজন্য পর্যটন স্থানগুলোতে দর্শনার্থীদের ভিড় হতে পারে। তাই সার্বিকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য আমরা আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করছি। তিনি আরও বলেন, সরকার বহুমুখী উন্নয়ন করছে, রাস্তা অনেক প্রস্থ হয়েছে। উদাহরণে বলা যায়, চন্দ্রায় মাত্র একটি সড়ক ছিল। এখন রাস্তাও অনেক প্রস্থ, আবার ডাইভারশনও হয়েছে। সারাদেশের সড়ক ব্যবস্থাই অনেক উন্নত হয়েছে। এসব কারণে আমি আশা করছি, ঈদে আমরা যাত্রী সাধারণকে নিরাপদে, ও নির্বিঘ্নে তাদের গন্তব্যে পৌছাতে পারবো। সেই সঙ্গে যথা সময় সবার ঈদযাত্রা সমাপ্ত হবে বলে আশা করছি।

আইজিপি মামুন আরও বলেন, অন্যান্য বছর যেভাবে আমরা সফলভাবে যাত্রীদের নিরাপদে গমনে সচেষ্ট ছিলাম, এবারও যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করবো। প্রয়োজনে পুলিশ সদস্যরা নিজেদের ছুটি বাদ দিয়ে হলেও ঈদযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিতে কাজ করবেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## গভীর রাতে ছাত্রনেতাদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ, ফের উত্তাল বুয়েট

একটি বিশেষ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের ঘটনায় ফের উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। শুক্রবার (২৯ মার্চ) দুপুর থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এসময় তারা ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়নসহ ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। একই সঙ্গে ৩০ ও ৩১ মার্চের টার্ম ফাইনালসহ সব একাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

তারা বলছেন, ২৮ মার্চ রাত ১টার দিকে বুয়েটে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের বেশ কজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। অথচ রাত সাড়ে ১০টার পর যেখানে নিরাপত্তার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরই ক্যাম্পাসে ঢোকার অনুমতি নেই, সেখানে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট বহিরাগতরা মধ্যরাতেই ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ করে।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা আরও বলছেন, ২৮ মার্চ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক বহিরাগত রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার ক্যাম্পাসের মেইন গেটের সামনে আসতে থাকে। বিপুল সংখ্যক বহিরাগত ক্যাম্পাসে অনায়াসে প্রবেশ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সেখানে উপস্থিত সাধারণ শিক্ষার্থীরা দেখতে পান, মিছিলের মতো করে বিশাল একটি জনবহর হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে রাত ২টার পর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। শিক্ষার্থীরা বলেন, এই বিশাল জনবহরের সবাই বহিরাগত। তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সে সময় সাধারণ শিক্ষার্থীরা ওই ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের চিনতে পারেন।

বুয়েট শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী রাজনীতি নিষিদ্ধ এমন একটি ক্যাম্পাসে রাতের আঁধারে রাজনৈতিক সমাগম এবং বহিরাগতদের আগমন ক্যাম্পাসের মর্যাদার প্রতি অপমানজনক। একই সঙ্গে এটি একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস এবং শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষা পরিবেশের নিরাপত্তাকে গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের প্রবেশের ঘটনার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ ব্যাচের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ রাব্বী জড়িত বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা রাব্বীকে বুয়েট থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানান। এছাড়া ইমতিয়াজ রাব্বীর সঙ্গে বুয়েটের বাকি যে সব শিক্ষার্থীরা জড়িত ছিলেন তাদের বিভিন্ন মেয়াদে হল এবং টার্ম বহিষ্কার, বহিরাগত রাজনৈতিক ব্যক্তি যারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া, তারা কীভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি পেলো এ বিষয়ে বুয়েট প্রশাসনের বক্তব্য দাবি করেন শিক্ষার্থীরা। এছাড়া আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো রকম হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দাবিও জানান।

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে আবরার হত্যার পর বুয়েট ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ হয় ছাত্র রাজনীতি। এর আগেও রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের ঘটনায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## পাকিস্তানিদের চর হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন জিয়াউর রহমান: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জিয়াউর রহমান বীর মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে পাকিস্তানের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (২৯ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন, আর বেগম জিয়া এবং তার পুত্রসহ পাকিস্তানে ক্যান্টনমেন্টে আরাম আয়েশে থাকেন। এর মাধ্যমে পরিষ্কার যে, জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের দোসর। এটি যখন আজকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন বিএনপি নেতাকর্মীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ইতিহাস বিকৃত করে সফল হয়নি বিধায় তারা (বিএনপি) আবোল-তাবোল বলা শুরু করেছে।

জিয়াউর রহমান পাকিস্তানিদের চর হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, জিয়াউর রহমানের মতো খলনায়ককে আজ নায়ক বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। তারা (বিএনপি) বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ২১ বছর মিথ্যাচার করেছে। ৭৫-এর পরের প্রজন্মকে স্বাধীনতার আসল ইতিহাস জানতে দেয়নি। গত ১৫ বছরে দেশের মানুষ নতুন ইতিহাস জানতে পেরেছে।

সবুজবাগ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লায়ন চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অরুন সরকার রানার পরিচালনায় আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের কার্যকারী সভাপতি কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ডা. অরুপ রতন চৌধুরী, সংগঠনের সহ-সভাপতি চিত্রনায়ক মাহমুদ কলি, সংগঠনের সহ-সভাপতি সংসদ সদস্য ফেরদৌস আহমেদ প্রমুখ।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ত্রাসনির্ভর হয়ে গেছে: রিজভী

ডামি নির্বাচনের পর সরকার সন্ত্রাসীদের ওপর ভর করে দেশ চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, 'ক্ষমতাসীন দলের এমপিদের সন্ত্রাসী বাহিনীরা দেশে নৈরাজ্যকর ও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কারণ তাদের সঙ্গে কোনো জনগণ নেই। তাদের কোনো জনগণের ভোটের প্রয়োজন হয় না'।

শুক্রবার (২৯ মার্চ) বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাটোর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীনকে দেখতে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। সন্ত্রাসনির্ভর সরকারের পরিণতি ভালো হবে না মন্তব্য করে রিজভী বলেন, 'নাটোরের এমপি শিমুলের সন্ত্রাসী বাহিনীরা ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীনকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করেছে, তার ওপর গুলি চালিয়েছে। শাহীন জেলা ছাত্রদল ও জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি। সরকারবিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এ কারণেই ক্ষমতাসীন দলের নেতারা তার উপর ক্ষুদ্ধ। কিন্তু হত্যা করে, নিপীড়ন করে সরকারের শেষ রক্ষা হবে না'।

এসময় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## মার্কিন প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির বৈঠক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন জি রবার্টসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। বৈঠকে উভয় দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পায়। বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার (২৭ মার্চ) সকাল ৯টায় শুরু হয়ে প্রায় ২০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে এ বৈঠক চলে। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান উভয় দেশের বিচার বিভাগের দ্বিপাক্ষিক এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতিও এতে তার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এর ফলে ফলপ্রসূ যোগাযোগের মাধ্যমে সহসাই উভয় দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে প্রধান বিচারপতি জন জি রবার্টস তাতে উষ্ণ সাড়া দেন এবং সুবিধামতো সময়ে এ সফর সম্পন্ন করবেন বলে জানান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির এটিই প্রথম সাক্ষাৎ। এসময় বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ। পরে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির আদালতের কার্যপ্রণালি পর্যবেক্ষণ করেন। বিচার অধিবেশনের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফকে উপস্থিত অন্য বিচারপতি ও আইনজীবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সাদর সম্ভাষণ জানান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ:২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## ভারতের পণ্য বয়কটে লোকসান হবে বাংলাদেশেরঃ শাহরিয়ার কবির

দেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে দাবি উঠেছে, তা বিএনপি-জামায়াতের ভারতবিরোধী বিশেষ আন্দোলন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জিহাদি উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা চলানো হচ্ছে। এমন মন্তব্য করেছেন লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির। তার মতে, বিএনপি-জামায়াত মূলত বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র করছে।

সম্প্রতি ভারতীয় পণ্য বর্জন নিয়ে দেশের রাজনীতিতে যে কথা চালাচালি চলছে, তার নানান দিক ও প্রসঙ্গ নিয়ে জাগো নিউজের কাছে মতামত ব্যক্ত করেন শাহরিয়ার কবির। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া বয়কট'র রাজনীতি নতুন প্রজন্মের কাছে অসাধারণ ঘটনা মনে হতেই পারে। কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া বয়কটের রাজনীতি পাকিস্তান আমল থেকেই দেখে আসছি। ১৯৬৫ সালের দিকে এমন আন্দোলন হয়েছে। 'যারা এখন ইন্ডিয়া বয়কটের রাজনীতি করছেন তাদের চেনার তো বাকি নেই। তারা মূলত বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা করছে। জামায়াত-বিএনপির এজেন্ডাই হচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানো'- বলেন এ লেখক-গবেষক।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা না গেলেও 'দ্বিতীয় পাকিস্তান' বানানোর ষড়যন্ত্র চলছেই। আর এর অন্যতম অভিব্যক্তি হচ্ছে ভারত বিরোধিতা। যার একটি রূপ হচ্ছে ভারতীয় পণ্য বজর্নের ঘোষণা। ইন্ডিয়া বয়কটের রাজনীতি খুবই নোংরা। এর সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ইন্ডিয়া বয়কটের রাজনীতি দেশবিরোধী। এছাড়া ভারতের পণ্য বয়কট করলে সেটি বাংলাদেশেরই লোকসান হবে। 'ভারত থেকে যেসব পণ্য আসছে তা আমাদের প্রয়োজনে। প্রধানমন্ত্রীও বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন। ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের সাড়ে ৩ শতাংশ বাংলাদেশের সঙ্গে। এই সাড়ে ৩ শতাংশ বাণিজ্য বাংলাদেশের সঙ্গে না করলে ভারতের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। তারা অন্য দেশের সঙ্গে এটি করবে। কারণ, তাদের অর্থনীতির আকার বিশাল। কিন্তু তখন আমাদের দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাবে।'

শাহরিয়ার কবিরের ভাষ্য, জরুরি সময়ে পেঁয়াজ, আলু, চাল, ডাল এমনকি ডিম, কাঁচামরিচও আনতে হয় ভারত থেকে। চীন থেকে আনতে গেলে আমাদের খরচ বেশি হবে। আমেরিকা, ইউরোপ থেকে আলু আনতে গেলে তো দাম পড়বে এক হাজার টাকা কেজি। বাংলাদেশের প্রয়োজনে একবার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ভারত আমাদের কাছে পেঁয়াজ রপ্তানি করেছিল। আমরা একটি অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। 'মুক্তিযুদ্ধের কথা বাদই দিলাম। ভারত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দেয় আমাদের প্রয়োজনে। বিএনপি নেতারা এক হাজার টাকা কেজি দামে আলু কিনে খেতে পারবেন। কিন্তু আমাদের দেশের গরিব মানুষ তো পারবে না। তারা তো না খেয়ে মরবে'।

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী রাজনীতি গুরুত্ব পাচ্ছে কেন, এ প্রশ্নের বিশ্লেষণে একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি বলেন, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় ভারত আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে এবং ভারতের কারণেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে বলে যুক্তি দেয় বিএনপি-জামায়াত। যদি তা-ই হয়, তবে তো একই যুক্তিতে চীনের পণ্যও বর্জনের দাবি তোলা দরকার। কারণ, চীনও তো নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে। 'আমেরিকা বিরুদ্ধে ছিল। চীনের রাষ্ট্রদূত বারবার বিবৃতি দিয়েছেন নির্বাচনে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। রাশিয়াও তো নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে। তাহলে তো রাশিয়ার পণ্যও বর্জন করা দরকার'- বিশ্লেষণ দেন তিনি।

'মূলত ভারতবিরোধী স্লোগান তুলে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এক ধরনের উন্মাদনা তৈরি করার চেষ্টা চলছে। আর সেটি জিহাদি উন্মাদনা। এতে গ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা শুরু হবে। পাকিস্তান আমলেও ভারতবিরোধিতার মূল টার্গেটে ছিল হিন্দুরা। 'তোরা হিন্দু, তোরা এদেশে থাকতে পারবি না'- এটিই তো হয়ে আসছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্য বয়কটের রাজনীতি কোনো সমাধান হতে পারে না। কেউ এটি পারবে না। আমি না চাইলেও অন্যজন পণ্য আনবে। সরকার তো আর পণ্য আনে না। ব্যবসায়ীরাই আনেন। জরুরি হলে সরকার উদ্যোগ নিয়ে থাকে।'

মালদ্বীপ সরকারের ভারতবিরোধী অবস্থানের প্রসঙ্গ টেনে শাহরিয়ার কবির বলেন, মালদ্বীপ একটি গরিব দেশ। অশিক্ষিত। মালদ্বীপ তো আমার রোল মডেল হতে পারে না। বিএনপি এখন যা করছে, পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগও তা-ই করেছে। পাকিস্তানের শাসকদের রাজনীতি ছিল ভারতের অন্ধ বিরোধিতা।

ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনে বিএনপি-জামায়াত কী ফল পেতে পারে, জানতে চাইলে এ লেখক-গবেষক বলেন, মানুষের মধ্যে এক ধরনের জিহাদি উন্মাদনা তৈরি করা বিএনপি-জামায়াতের কাজ। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা। তারা বোঝাতে চায়- আমরা মুসলমান। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদেশের হিন্দুরা ভারতে চলে যাক। পাকিস্তানি এজেন্ডাই কোনো না কোনোভাবে বাস্তবায়ন করতে চাইছে বিএনপি-জামায়াত।

তিনি বলেন, আমরা তো পাকিস্তান আমল দেখেছি। ষাটের দশকে ইন্ডিয়া বয়কটের রাজনীতি ছিল ছয় দফা আন্দোলন প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য। আইয়ুব খানের আমলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য। আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সুতরাং এটি বাংলাদেশের জন্য নতুন জিনিস নয়। 'বিএনপি মহাসচিব (মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর) তো পাবলিকলি ঘোষণা দিয়ে বলেছেন- 'পাকিস্তান আমলে আমরা ভালো ছিলাম'। যারা পাকিস্তান আমল দেখেনি তাদের বুঝতে হবে বিএনপি-জামায়াত আসলে কী চাইছে। পাকিস্তানেও এখন এমন ইন্ডিয়াবিরোধী প্রোপাগান্ডা নেই। আমরা এখানে (বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলোতে) হিন্দি সিনেমা দেখি না। পাকিস্তানের ৯০ শতাংশ সিনেমা হলে ইন্ডিয়ার সিনেমা চলে।

বিএনপি-জামায়াত মূলত দেশের লাভের জন্য ভারতের বিরোধিতা করছে না। করছে বাংলাদেশের অর্থনীতি অচল করার জন্য। পণ্যের দাম বাড়লে সরকার টালমাটাল হবে। বিরোধীদের তখন সুবিধা হবে'- যোগ করেন তিনি। 'তরুণরা না বুঝে এ আন্দোলনে শামিল হচ্ছে। বিএনপি-জামায়াতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যদি ভারতীয় পণ্য আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে কে লাভবান হবে? ভারতের এখানে কিছুই যায় আসে না। লোকসান হবে আমাদের, বাংলাদেশের।

ভারত থেকে আমরা প্রচুর মসলা আমদানি করি। এ মসলা ভারত না দিলে আমাদের কেনিয়া, স্পেন বা ইন্দোনেশিয়া থেকে আনতে হবে। সেটা অনেক ব্যয়বহুল হবে। তাতে অনেক সময়ও লাগবে। ভোগান্তি পোহাতে হবে গোটা জাতিকে'- বলেন শাহরিয়ার কবির। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

## জুনের মধ্যে প্রাথমিকে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ: প্রতিমন্ত্রী

চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যেই দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী।

তিনি বলেন, 'প্রাথমিকে আজ তিন ধাপে পরীক্ষা নেওয়া শেষ হচ্ছে। প্রথম ধাপে যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতও করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের চূড়ান্ত ফলও কিছু দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। এরপর শেষ ধাপের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে দ্রুত শেষ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'লিখিত, মৌখিক পরীক্ষাসহ প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেধাবীদের নিয়োগ দেবো আমরা। আশা করছি, জুন মাসের মধ্যেই ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ শেষ হবে।' শুক্রবার (২৯ মার্চ) তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

রুমানা আলী বলেন, কোনো আবেদনকারী যেন প্রতারণার শিকার না হয়, সেজন্য মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সতর্ক আছে। পরীক্ষার্থীরা সবাই সুশৃঙ্খল পরিবেশেই পরীক্ষা দিচ্ছেন। দ্রুত তারা ফলাফলও পাবেন।

প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে এসময় কুমিল্লা জেলা প্রশাসক খন্দকার মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নানসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গত বছরের ১৮ জুন তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ ধাপে আবেদন করেন দুই বিভাগের তিন লাখ ৪৯ হাজার ২৯৩ জন। তবে আজকের পরীক্ষায় ঠিক কতজন প্রার্থী অংশ নিয়েছেন, সেই হিসাব এখনো জানায়নি মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৯.০৩.২০২৪ রিহাব)

# রেডিও টুডে

## জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের দোসর ছিলেন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবরণে পাকিস্তানের দোসর ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্যের তিনি এই কথা বলেন। হাছান মাহমুদ আরো বলেন জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবরণে পাকিস্তানের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন। আর বেগম জিয়া পুত্রসহ পাকিস্তানে ক্যান্টনমেন্টে আরাম আয়েশে থেকেছেন। এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের দোসর ছিলেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২০২৪ আসাদ)

## সংসদ সদস্যদের সন্ত্রাসী বাহিনীরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে : রিজভী

সংসদ সদস্যদের সন্ত্রাসী বাহিনীরা দেশে ভয়াবহ নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাটোর জেলা বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক ফরহাদ আলী দেওয়ানকে দেখতে গিয়ে এসব কথা বলেন রিজভী। বিএনপির অভিযোগ ১৩ই মার্চ নাটোরে দলটির নেতা ফরহাদ আলী দেওয়ান কে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ফেলে দেওয়ার পর পিটিয়ে ও গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনায় রুহুল কবির রিজভী নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য সমর্থক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন।

(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২০২৪ আসাদ)

## সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় ধাপের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক নিয়োগের তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোতে লিখিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত একযোগে ২৪ জেলায় ৪১৪ টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের পরীক্ষায় ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে জালিয়াতি এবং অনিয়মের তেমন কোন খবর পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে সরকারি শিক্ষক নিয়োগের তৃতীয় ধাপে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট কর্তৃক উদ্ভাবিত ডিজিটালডিভাইস সনাক্তকরণ যন্ত্র সুরক্ষা প্রথমবারের মতো

ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সফলতা মিলেছে। আজকের পরীক্ষায় ২৫ টি কেন্দ্রে যন্ত্র দিয়ে ৫টি টিম করে ৫ জেলার কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হয়েছে। এতে এবারের পরীক্ষায় জালিয়াতি, অনিয়ম শূন্যের কোঠায় নেমেছে। পরীক্ষা শেষে দুপুরে প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান তুহিনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২০২৪ আসাদ)

## সোমালিয়ায় জলদস্যুদের সঙ্গে মুক্তিপণের বিষয়ে এখনও কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি: কবির গ্রুপ

সোমালিয়ায় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশী নাবিক ও জাহাজের বিষয়ে জলদসুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা অব্যাহত থাকলেও মুক্তিপণের বিষয়ে এখনো তেমন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। দেশের কয়েকটি গণমাধ্যমে মুক্তিপণ চূড়ান্ত হয়েছে শীর্ষক খবর প্রকাশিত হওয়ার পর কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম বিভিন্ন গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। শুক্রবার মিজানুল ইসলাম বলেন আমরা জানতে পেরেছি আমাদের জাহাজের মালিক পক্ষ কবির গ্রুপের সঙ্গে দর কষাকষি করে মুক্তিপণ চূড়ান্ত হয়েছে এমন খবর প্রচার করা হচ্ছে। তবে এমন কোন বিষয় আমার জানা নাই। যেহেতু মালিকপক্ষের হয়ে আমি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছি তাই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি এরকম কোন ঘটনা ঘটে নি। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২০২৪ আসাদ)

## বিএনপির নেগেটিভ রাজনীতি দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে : ওবায়দুল কাদের

বিএনপির নেগেটিভ রাজনীতি এদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, তাদের রাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে কেউই গ্রহণ করবে না। শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপ-কমিটি আয়োজিত ঈদ উপহার ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির মহাসচিব দাবি করেছেন এ সরকারের আমলে তাদের আশীভাগ নেতাকর্মী নিগৃহীত হয়েছে। এ ধরনের মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ওবায়দুল কাদের আরো বলেন, বিএনপি ইফতার পার্টির আয়োজন করে আওয়ামী লীগের চরিত্র হরণ করে অপপ্রচার করে এবং মিথ্যাচার করে।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২৪ এলিনা)

## ঈদকে সামনে রেখে অগ্রিম ট্রেনের টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় দিন আজ

ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি চলছে। ঈদ উপলক্ষ্যে আগামী ৩ এপ্রিল থেকে ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে। শুক্রবার সকাল আটটা থেকে চলছে আগামী ৮ এপ্রিলের আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি। এখন বিক্রি হচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট। আর দুপুর দুইটা থেকে বিক্রি শুরু হবে কোন পূর্বাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২৪ এলিনা)

## গাজীপুরের কাপাসিয়ায় গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত দুইজন

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে দুইজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে কাপাসিয়ার নামিলা গ্রামে চানমিয়ার বাড়িতে একজন ও একই ইউনিয়নের পাড়েরবাড়ি গ্রামের ধান ক্ষেতে অপর একজন নিহত হন। জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাত দুইটার দিকে নামিলা গ্রামের চানমিয়ার বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় কিছু লোক গরু চুরির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। এ সময় চানমিয়া গরু চুরি বিষয়টি টের পেয়ে ডাকাতি ডাকাতি বলে এলাকাবাসীকে জড়ো করেন। পরে এলাকাবাসী একজনকে ঘটনাস্থলে ধরে ফেলে এবং গণপিটুনি দিলে ঘটনাসহলেই তার মৃত্যু হয়। অন্যজনকে স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাড়েরবাড়ির ধান ক্ষেত থেকে খুঁজে বের করে পিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই তিনিও নিহত হন।(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২৪ এলিনা)

## আগামী ৭২ ঘণ্টায় সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঝড়ো হওয়া সহ বৃষ্টি বা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায়। শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কয়েক জায়গায় ঝড়ো বৃষ্টি ছাড়াও আজ সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়া আগামীকাল শনিবার সকাল ৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কয়েক জায়গায় অস্থায়ী দমকা ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি এবং বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যান্য অংশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আকাশ প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এদিনও।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০৩.২৪ এলিনা)

# BBC ENGLISH

### TRUMP ATTENDS FUNERAL OF NEW YORK POLICEMAN SHOT ON DUTY

Former President Donald Trump attended the wake of a New York City police officer who was fatally shot during a traffic stop on Monday. Officer Jonathan Diller died after the occupant of an illegally parked car opened fire on him. "We have to stop it. We have to get back to law and order," Mr Trump said outside the Long Island funeral home, after meeting

the Diller family. He has sought to make crime a key issue in his presidential campaign. developed in some major US cities, is the first of a New York City police officer since 2022. Authorities have charged 34-year-old Guy Rivera with first-degree murder of a police officer. Mr Rivera is accused of shooting Mr Diller from a car that was illegally stopped at a bus stop. The policeman had tried to order the occupants to get out of the vehicle when he was shot under his bulletproof vest, the New York Police Department said.
(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**STAY! GERMANY DENIES REPORTS OF SAUSAGE DOG BAN**

Germany's biggest-selling newspaper Bild went full circle, fascinated by the panic: "Brits Fear for the German Sausage Dog." The story arose from the German Kennels Association (VDH), which has launched a petition against a draft law that aims to clamp down on breeding that leads animals to suffer. Will the dachshund or any other breed be banned? The short answer is no. Under the proposed Animal Protection Act, certain traits would be defined in dogs that can cause "pain, suffering or damage". The VDH fears this could lead to a ban on breeding sausage dogs, because their short legs and elongated spine can lead to knee, hip and back problems. Other breeds, such as bulldogs or pugs, which can have breathing problems, could also be targeted, says the association. "No dog breeds will be banned," a spokesman for the Green-led agriculture ministry told me bluntly. "We want to prevent breeders from deforming dogs so much, that they suffer."
(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**GOVERNOR DETAILS PLAN TO REMOVE BRIDGE AND HELP AFFECTED**

The Biden administration has approved $60m (£47m) in emergency funds that Maryland had requested to help. Governor Wes Moore outlined how they intended to clear debris, remove the ship, extract bridge pieces and rebuild it. "We have a very long road ahead of us," he said. Eight construction workers were on the bridge when it partially collapsed. Two of them were rescued from the water. Speaking alongside lawmakers at a news conference on Thursday, Mr Moore outlined plans for each stage of the process, which he said will pose several challenges. The cargo vessel, the Dali, that hit the Francis Scott Key Bridge is nearly as long as the Eiffel Tower, he said. He contrasted the situation to the 2021 incident in which it took five weeks to remove a cargo ship that became stuck in the Suez Canal. The difference here, the governor said, is that the Key Bridge is on top of the vessel.
(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**BIDEN HOSTS STAR-STUDDED NYC FUNDRAISER WITH OBAMA AND CLINTON**

His team said the star-studded evening at Radio City Music Hall raised over $26m (£21m) for the campaign - a record for a single political event. The president has a cash advantage over Republican Donald Trump so he can spend more on advertising in key states. Polls suggest the race for the White House rests on a knife edge. Mr Trump attacked the event's guest list as "deranged Hollywood liberals". His campaign said on Thursday that the cash disparity demonstrated the difference between Democratic reliance on billionaires in contrast to the working-class supporters donating to the former president. The high stakes of November's election were underlined by the speeches at the Biden event in New York.
(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**KFC NIGERIA APOLOGISES AFTER REFUSING SERVICE TO A HANDICAPPED**

Adebola Daniel, son of a former Nigerian state governor Gbenga Daniel, said in a post on X that he was ordered to leave a KFC outlet at Lagos airport because of his wheelchair. The post sparked widespread outrage. It also prompted an investigation by the federal airport authority, ending in the branch's closure. In a long thread, Mr Daniel described the incident, which happened on Tuesday, as "the worst sort of public humiliation" he had ever experienced. Today I felt less than human, like a guard dog not allowed into the house. Lonely and isolated. He alleged that the manager of the KFC outlet at the Murtala Muhammed International Airport in Lagos, Nigeria's busiest airport denied him service despite multiple pleas from his wife and two brothers, who were travelling with him.
(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**CAR OF SOUTH AFRICA'S EX-PRESIDENT JACOB ZUMA HIT BY DRUNK DRIVER**

A drunk driver collided with his "official armored state vehicle" on Thursday evening, police have said. But a leading member of his uMkhonto we Sizwe (MK) party alleged that he had been targeted. He has been suspended by the governing African National Congress (ANC)

and is campaigning for the MK ahead of May's general election. Mr Zuma was in the car, along with his official protection team, when it was hit on a road in his home province of KwaZulu-Natal at about 18:40 local time (16:40 GMT) on Thursday. "No-one was injured, including members of the Presidential Protection Services. The former president was evacuated and taken to his residence," a brief police statement said.
(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**SOUTH AFRICA: GIRL, 8, ONLY SURVIVOR AS 45 KILLED IN BUS CRASH**

An eight-year-old girl, the only survivor, sustained serious injuries but is now in a stable condition. The bus crashed through a barrier and caught fire when it hit the ground in the north-eastern Limpopo province. Thirty-four body bags have been taken from the scene but only nine bodies are identifiable, authorities say. The passengers were pilgrims travelling from Botswana's capital, Gaborone, to an Easter service in the town of Moria. The vehicle lost control and went off a bridge on the Mmamatlakala mountain pass between Mokopane and Marken, around 300km (190 miles) north of Johannesburg, according to South African public broadcaster SABC.Department of Transport spokesperson Colin Msibi told the BBC's Newsday programme that the girl who survived is currently in hospital, I'm told in stable condition.(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**SYRIA ACCUSES ISRAEL AFTER STRIKES KILL MORE THAN 40 NEAR ALEPPO**

Syria's defence ministry said Israeli planes targeted several sites in the Aleppo countryside at 01:45 on Friday (22:45 GMT Thursday). A UK-based monitoring group said Hezbollah militants and Syrian soldiers died as a Hezbollah arms store was hit. Hours later, Israel's military said it had killed a senior Hezbollah figure in an air strike in Lebanon. Ali Abed Akhsan Naim was a deputy commander of the group's missiles and rockets unit, the Israel Defense Forces said, and was responsible for conducting and planning attacks on Israeli civilians. Video released online by Israel showed a moving vehicle, which he was said to be travelling in, exploding after being struck by a missile. The strike was in the Bazuriyeh area, east of the port of Tyre, the IDF added. Hezbollah has not yet commented on the reports.
(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**TOP UN COURT ORDERS ISRAEL TO ALLOW FOOD AND MEDICAL AID INTO GAZA**

In a unanimous decision, the International Court of Justice (ICJ) said Israel had to act "without delay" to allow the provision... of urgently needed basic services and humanitarian assistance. This follows warnings that famine could hit Gaza within weeks. Israel has called allegations it is blocking aid "wholly unfounded". Giving its response to the court order, the Israeli foreign ministry said it was continuing "to promote new initiatives, and to expand existing ones" to allow a continuous flow of aid into Gaza "by land, air and sea", working with the UN and others.(BBC Web page : 29.03.2024 Ali Ahmed)

**WAR A REAL THREAT AND EUROPE NOT READY, WARNS POLAND'S TUSK**

"I don't want to scare anyone, but war is no longer a concept from the past," he told European media. "It's real and it started over two years ago." His remarks came as a fresh barrage of Russian missiles targeted Ukraine. Russia has intensified its bombardment of Ukraine in recent weeks. Ukraine's air force said it had shot down 58 drones and 26 missiles and Prime Minister Denys Shmyhal said energy infrastructure had been damaged in six regions, in the west, Centre and east of the country.
(BBC Web page: 29.03.2024 Ali Ahmed)